সূরা মু''মিনূন্

মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১৮
রুকূ ঃ ৬

পারা ১৮

①قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ②الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ③وَالَّذِينَ

১। ক্বাদ্ আফ্‌লাহাল্ মু''মিনূন্। ২। আল্লাযীনা হুম্ ফী ছলা-তিহিম্ খা-শি'ঊন্। ৩। অল্লাযীনা
(১) নিঃসন্দেহে মু'মিনরা সফলকাম্ হয়েছে (২) যারা নিজেরা নামাযরত অবস্থায় বিনয়ী থাকে (৩) আর যারা

هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ④وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُونَ ⑤وَالَّذِينَ هُمْ

হুম্ 'আনিল্লাগ্‌ওয়ি মু'রিদ্বূন্। ৪। অল্লাযীনা হুম্ লিয্‌যাকা-তি ফা-'ইলূন্। ৫। অল্লাযীনা হুম্
অনর্থক কার্য কলাপ থেকে বিরত থাকে, (৪) এবং যারা যথাযথভাবে যাকাত আদায় করে, (৫) আর যারা

لِفُرُوجِهِمْ حٰفِظُونَ ⑥إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

লিফুরূজিহিম্ হা-ফিজূন্।৬।ইল্লা 'আলা~ আয্‌ওয়া-জিহিম্ আও মা- মালাকাত্ আইমা-নু হুম্ ফাইন্নাহুম্ গইরু
নিজেদের যৌনাংগ সংরক্ষণ করে, (৬) তবে আপন স্ত্রী বা তাদের কৃত দাসী ব্যতীত, কেননা এতে তারা

مَلُومِينَ ⑦فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ⑧وَالَّذِينَ هُمْ

মালূমীন্। ৭। ফামানিব্‌তাগ- অর — য়া যা-লিকা ফাউলা — য়িকা হুমুল্ আ'দূন্। ৮। অল্লাযীনা হুম্
তিরস্কৃত নয়, (৭) এ ছাড়া যারা অন্যকে কামনা করবে তারা সীমালংঘনকারী হবে, (৮) আর যারা নিজেদের

ওয়াক্ফে লাযেম

لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ ⑨وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑩أُولٰئِكَ

লিআমা-না-তি হিম্ অ'আহ্‌দিহিম্ র-'উন্। ৯। অল্লাযীনা হুম্ 'আলা-ছলাওয়া-তিহিম্ ইয়ুহা-ফিজূন্। ১০। উলা — য়িকা
আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে, (৯) আর যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান, (১০) তারাই উত্তরাধিকার লাভ

هُمُ الْوٰرِثُونَ ⑪الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ⑫وَلَقَدْ خَلَقْنَا

হুমুল্ ওয়া-রিছূন্। ১১। আল্লাযীনা ইয়ারিছূনাল্ ফির্‌দাউস্য হুম্ ফীহা-খ-লিদূন্। ১২। অলাক্বদ্ খলাক্ব্‌নাল্
করবে,(১১) তার (জান্নাতুল্) ফিরদাউসের অধিকারী হবে, তাতে তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে (১২) আর আমি তো

الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِينٍ ⑬ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ⑭ثُمَّ خَلَقْنَا

ইন্‌সা-না মিন্ সুলা-লাতিম্ মিন্ ত্বীন্। ১৩। ছুম্মা জ্বা'আল্‌না- হু নুত্বফাতান্ ফী ক্বর-রিম্ মাকীন্। ১৪। ছুম্মা খলাক্ব্‌নান্
মানুষকে মাটির সার হতে সৃষ্টি করেছি, (১৩) পরে তা শুক্রবিন্দুরূপে নিরাপদ স্থানে রাখি, (১৪) পরে শুক্রবিন্দুকে

আয়াত-১ ঃ আলোচ্য 'সূরা মু'মিনুন' এর প্রথমে মু'মিনের যে সাতটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল– (এক) বিনয়, নম্রতা ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা। (দুই) বেহুদা বিষয়াদি হতে বিরত থাকা। (তিন) যাকাত আদায় করা। (চার) যৌনাঙ্গকে হেফাযত করা। তারা স্ত্রী ও শরীয়ত সম্মত দাসী ছাড়া অন্য কোন নারীর মাধ্যমে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে না। (পাঁচ) আমানত প্রত্যার্পণ করা। এতে এমন প্রত্যেকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত, যার দায়িত্ব কোন্ ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন্ ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা হয়। (ছয়) অঙ্গীকার পূর্ণ করা। এখানে অঙ্গীকার দ্বারা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও এক তরফা প্রতিশ্রুতি দুটিকেই বুঝানো হয়েছে। (সাত) নামাযে যত্নবান হওয়া। উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এ আয়াতে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী বলা হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ

নুত্ব্ ফাতা 'আলাক্বাতান্ ফাখলাক্ব্ নাল্ 'আলাক্বাতা মুদ্বগতান্ ফাখলাক্ব্ নাল্ মুদ্বগতা 'ইজোয়া- মান্ ফাকাসাওনাল্ 'ইজোয়া-মা
জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত করি, তারপর ওই জমাট বাঁধা রক্তকে মাংস পিণ্ডে পরিণত করি, ওই মাংস পিণ্ডকে অস্থিতে, পরে অস্থিকে

لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ (১৫) ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ

লাহ্মান্ ছুম্মা আন্শা''না-হু খল্ক্বান্ আ-খর; ফাতাবা-রকাল্লা-হু আহ্সানুল্ খ-লিক্বীন্। ১৫। ছুম্মা ইন্নাকুম্ বা'দা
গোশ্ত দ্বারা ঢেকে দিয়েছি, তারপর তাকে গড়ে তুলি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মহান আল্লাহ যিনি উত্তম স্রষ্টা। (১৫) তারপর অবশ্যই

ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ (১৬) ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ (১৭) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ

যা-লিকা লামাইয়্যিতূন্। ১৬। ছুম্মা ইন্নাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি তুব্'আছূ ন্। ১৭। অ লাক্বদ্ খলাক্ব্ না-ফাওক্বকুম্
তোমাদের মৃত্যু হবে, (১৬) পরে তোমরা কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে, (১৭) আর আমি তো তোমাদের ওপরে

سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ (১৮) وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ

সাব্'আ ত্বোয়া — রইকা-অমা-কুন্না- 'আনিল্ খল্ক্বি গফিলীন্। ১৮। অ আন্যালনা- মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়াম্ বিক্বদারিন্
সপ্তম স্তর সৃষ্টি করেছি, আর আমি সৃষ্টি সম্পর্কে গাফিল নই। (১৮) আর আমি আকাশ হতে পরিমিত বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকি,

فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ (১৯) فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ

ফাআস্কান্না-হু ফিল্ আর্দ্বি অইন্না-আলা যাহা- বিম্ বিহী লাক্ব-দিরূন্। ১৯। ফাআন্শা''না লাকুম্
অতঃপর আমি তা যমীনে সংরক্ষণ করি, এবং আমি তার বিলুপ্তি ঘটতেও সক্ষম। (১৯) অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য

بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ *

বিহী জান্না-তিম্ মিন্ নাখীলিওঁ অ আ'নাব্। লাকুম্ ফীহা-ফাওয়া-কিহু কাছীরাতুওঁ অমিন্হা-তা''কুলূন্।
আমি খেজুর ও আংগুর বাগান সৃষ্টি করি, তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক ফল, তা-হতে তোমরা আহার করে থাক।

(২০) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ (২১) وَ

২০। অ শাজ্বারাতান্ তাখ্রুজু্ মিন্ তূরি সাইনা — য়া তাম্বুতু বিদ্দুহ্নি অ ছিব্গিল্লিল্ আ-কিলীন্। ২১। অ
(২০) আর এক বৃক্ষ, যা 'সীনা' পাহাড়ে জন্মায়, যারা আহার করে তাদের জন্য তেল ও আহার্য দেয়, (২১) আর নিশ্চয়ই

اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ

ইন্না লাকুম্ ফিল্ আন্'আ-মি লা'ইব্রহ্; নুস্ক্বীকুম্ মিম্মা-ফী বুতূ্নিহা-অলাকুম্ ফীহা-মানা-ফি'উ
চতুষ্পদ জন্তুতে তোমাদের শিক্ষণীয় আছে। তাদের উদর হতে তোমাদেরকে পান করাই, তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে

كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ (২২) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ (২৩) وَلَقَدْ

কাছীরাতুঁও অ মিন্হা- তা''কুলূন্। ২২। অ 'আলাইহা-অ'আলাল্ ফুল্কি তুহ্মালূন্। ২৩। অ লাক্বদ্
প্রচুর উপকারিতা, তা হতে খাও, (২২) তাতে ও নৌযানে আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক। (২৩) নূহকে তার

প্রথম রুকু

ع ১ ২২ ১ রুকু

اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اَفَلَا

আর্সাল্না- নূহান্ ইলা-ক্বওমিহী ফাক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি' বুদু ল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গইরুহ্; আফালা-
কওমের প্রতি প্রেরণ করেছি; সে বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই,

تَتَّقُوْنَ ﴿٢٤﴾ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا

তাত্তাক্বূন্। ২৪। ফাক্বা-লাল্ মালায়ুল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বাওমিহী মা-হাযা ~ ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্লুকুম্
তোমরা কি ভয় করবে না ? (২৪) তার সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানরা বলল, এ তো তোমাদের মতই মানুষ, সে তোমাদের

يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ج مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا

ইয়ুরীদু আঁই ইয়াতাফাদ্দোয়ালা 'আলাইকুম্ অলাও শা — য়াল্লা-হু লাআন্যালা মালা — য়িকাতাম্ মা- সামি'না বিহা-যা-
ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়, আল্লাহ যদি রাসূল প্রেরণ করতে চাইতেন, তবে ফেরেশ্তাই প্রেরণ করতেন, এরূপ কথা পূর্ব-

فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ☆

ফী ~ আ-বা — য়িনাল্ আউয়ালীন্। ২৫। ইন্ হুঅ ইল্লা-রাজুলুম্ বিহী জিন্নাতুন্ ফাতারব্বাছূ বিহী হাত্তা-হীন্।
পুরুষদের মধ্যে শুনিনি। (২৫) নিশ্চয়ই এ লোকটির মধ্যে উন্মত্ততা আছে, সুতরাং এর ব্যাপারে তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।

﴿٢٦﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٧﴾ فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ

২৬। ক্বা-লা রব্বিন্ ছুরনী বিমা-কায্যাবূন্। ২৭। ফাআওহাইনা ~ ইলাইহি আনিছ্ না'ঈল্ ফুল্কা
(২৬) বলল, হে আমার রব! সাহায্য করুন এরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।(২৭) তাকে অহী দিলাম, আমার সামনে এবং

بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ لا فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ

বি-আ'ইয়ুনিনা-অ ওয়াহ্য়িয়েনা- ফাইযা-জ্বা — য়া আম্রুনা-অফা-রত্তান্ নূরু ফাস্লুক্ ফীহা-মিন্ কুল্লিন্ যাওজ্বাইনিছ্
নির্দেশে নৌকা তৈরি কর, যখন নির্দেশ আসবে, উনুন উথলিয়ে উঠতে থাকবে, তখন নৌকায় তুলে নেবে একজোড়া করে

اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ج وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ

নাইনি অ আহ্লাকা ইল্লা-মান্ সাবাক্ব 'আলাইহিল্ ক্বওলু মিন্হুম্ অলা-তুখা-ত্বিব্নী ফিল্লাযীনা
প্রত্যেক প্রাণীর আর তোমার পরিবার; তবে পূর্বে যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আছে সে নয়, আর তুমি জালিমদের ব্যাপারে আমাকে

ظَلَمُوْا ج اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ

জোয়ালামূ ইন্নাহুম্ মুগ্রাকূন্। ২৮। ফাইযাস্ তাওয়াইতা আন্তা অমাম্ মা'আকা 'আলাল্ ফুল্কি ফাকুলিল্
বলো না, তারা ডুববে। (২৮) যখন তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে নৌকায় উঠবে, তখন বলবে সকল প্রশংসা তো আল্লাহর, যিনি

আয়াত-২৭ ঃ অর্থাৎ চুল্লী যা রুটি পাকানোর জন্যে বানানো হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত। এর অপর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ বা চুল্লী। যা কুফার মসজিদের বা সিরিয়ার কোন এক স্থানে ছিল। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২৮ ঃ আল্লাহর নবীরা তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত নূহ (আঃ) পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তর হযরত নূহ (আঃ) হতে হযরত মূসা (আঃ) পর্যন্ত এবং তৃতীয় স্তর হযরত মূসা (আঃ) হতে নবী করীম (ছঃ) পর্যন্ত। প্রথম স্তরের জন্য হালাল-হারাম সম্বন্ধে কোন শরীয়ত ছিল না। কেবল কতিপয় দোয়া কালাম এবং কিছু নিয়ম পালন করতে হত। দ্বিতীয় স্তরের জন্য হালাল-হারাম ও ইবাদতের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত হয়। তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ ছিল না। বরং বিরোধিতা চরমে পৌঁছলে ধ্বংস করা হত। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি জেহাদের হুকুম আসে এবং ব্যাপক ধ্বংসের নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। (ইবঃ জাঃ, তাবারী)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿٢٩﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا

হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী নাজ্জানা-মিনাল্ ক্বওমিজ্ জোয়া-লিমীন্। ২৯। অক্বু্র্ রব্বি আন্যিল্নী মুন্যালাম্

জালিম সম্প্রদায় থেকেও উদ্ধার করলেন। (২৯) এবং বল আমাকে, হে আমার রব! আমাকে কল্যাণকরভাবে অবতরণ করাও।

مُبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ﴿٣٠﴾ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِیْنَ*

মুবা-রকাঁও অআন্তা খইরুল মুন্যিলীন্। ৩০। ইন্না ফী যা-লিকা লা আ-ইয়া-তিঁও অইন্ কুন্না- লামুব্তালীন্।

আর তুমিই সর্বোত্তম অবতরণকারী। (৩০) নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে, আর আমি পরীক্ষা করে থাকি।

﴿٣١﴾ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِیْنَ ﴿٣٢﴾ فَاَرْسَلْنَا فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ

৩১। ছুম্মা আন্শা''না-মিম্ বা'দিহিম ক্বরনান্ আ-খরীন্। ৩২। ফাআর্সাল্না-ফীহিম্ রাসূ লাম্ মিন্হুম্ আনি'

(৩১) আর আমি তাদের পর অন্য জাতি সৃষ্টি করলাম। (৩২) তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে রাসূল করেছি;(সে বলল)

২ ع ১০ ২ রুকু

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ

বুদু ল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গইরুহ্; আফালা- তাত্তাকূ্ন্। ৩৩। অক্ব-লাল্ মালায়ূ মিন্ ক্বওমিহিল্

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই; তোমরা কি সাবধান হবে না? (৩৩) আর তার সম্প্রদায়ের

الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۙ مَا

লাযীনা কাফারূ অ কায্যাবূ বিলিক্ব—য়িল্ আ-খিরতি অ আত্রফ্না-হুম্ ফীল্ হা-ইয়া-তি দ্দুন্ইয়া-মা-

কাফের, যারা পরকাল অস্বীকার করে তারা এবং দুনিয়ার জীবনে আমার দেয়া প্রচুর সম্পদের মালিক প্রধানরা বলল, এ-তো

هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ یَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ*

হা-যা ~ ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্লুকুম্ ইয়া''কুলু মিম্মা-তা''কুলূনা মিন্হু অইয়াশ্রাবু মিম্মা-তাশ্রাবূন্।

দেখছি তোমাদের মতই একজন মানুষ, তোমরা যা আহার কর এবং পান কর তাই সেও আহার করে এবং পান করে;

﴿٣٤﴾ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٣٥﴾ اَیَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ

৩৪। অলায়িন্ আত্বোয়া'তুম্ বাশারম্ মিছ্লাকুম্ ইন্নাকুম্ ইযা ল্লাখা-সিরূন্। ৩৫। আ ইয়া'ঈদুকুম্ আন্নাকুম্

(৩৪) আর তোমরা যদি তোমাদের মত মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩৫) সে কি এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয়

اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ﴿٣٦﴾ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا

ইযা- মিত্তুম্ অকুন্তুম্ তুর-বাঁও অঈ'জোয়া-মান্ আন্নাকুম্ মুখ্রজূ্ন্। ৩৬। হাইহা-তা হাইহা-তা লিমা-

যে, তোমরা যদি মরে মাটি ও অস্থি হও তবুও কি তোমরা পুনরুত্থিত হবে? (৩৬) তোমাদেরকে দেয় তারা প্রতিশ্রুত বিষয়টি

تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٧﴾ اِنْ هِیَ اِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوْتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ

তূ'আদূন্। ৩৭। ইন্ হিয়া ইল্লা-হাইয়া-তুনাদ্ দুন্ইয়া-নামূতু অ নাহ্ইয়া-অমা-নাহ্নু

সুদূরে পরাহত। (৩৭) কেবলমাত্র দুনিয়াবী জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন, এখানেই আমরা মরি আর বাঁচি,

بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ *

বিমাব্'উছীন্। ৩৮। ইন্ হুওয়া ইল্লারাজুলু নিফ্তারা-'আলাল্ল-হি কাযিবাঁও অমা-নাহ্নু লাহূ বিমু'মিনীন্।
কখনও পুনরুত্থিত হব না। (৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাকে বিশ্বাস করব না।

﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٤٠﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نٰدِمِينَ *

৩৯। ক্বা-লা রব্বিন্ ছুরনী বিমা-কায্যাবূন্। ৪০। ক্বা-লা 'আম্মা -ক্বলীলিল্ লাইয়ুছ্বিহুন্না না-দিমীন্।
(৩৯) বলল, হে আমার রব! সাহায্য করুন, আমাকে মিথ্যাবাদী বলে। (৪০) বললেন, অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে।

﴿٤١﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاءً ج فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿٤٢﴾ ثُمَّ

৪১। ফাআখযাত্ হুমুছ ছোয়াইহাতু বিল্হাক্ব্ক্বি ফাজ্বা'আল্না-হুম্ গুছা — য়ান্ ফাবু'দাল্লিল্ ক্বওমিজ্ জোয়া-লিমীন্। ৪২। ছুম্মা
(৪১) অতঃপর সত্যই বিকট শব্দ তাদেরকে পেল। তাদেরকে খড়কুটা করে দিলাম, জালিমরা দূর হয়েছে। (৪২) অতঃপর

أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اٰخَرِينَ ﴿٤٣﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ *

আন্শা''না-মিম্ বা'দিহিম্ ক্বুরূনান্ আ-খরীন্। ৪৩। মা-তাস্বিকু মিন্ উম্মাতিন্ আজ্বালাহা-অমা-ইয়াস্ তা''খিরূন্।
তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করলাম। (৪৩) কোন সম্প্রদায়ই তাদের নির্দিষ্ট কালকে আগ-পর করতে পারে না।

﴿٤٤﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا

৪৪। ছুম্মা আর্সাল্না-রুসুলানা-তাত্র-; কুল্লামা- জ্বা — য়া উম্মাতার্ রসূলুহা-কায্যাবূহু ফাআত্বা'না-বা'দ্বোয়াহুম্ বা'দ্বোয়াঁও
(৪৪) অতঃপর আমি ধারাবাহিক রাসূল পাঠালাম; যখনই কোন উম্মতের নিকট রাসূল আসল, তাকে মিথ্যাবাদী বলল, আমি

وَجَعَلْنٰهُمْ أَحَادِيثَ ج فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ

অজ্বা'আল্না-হুম্ আহা-দীছা ফাবু'দাল্ লিক্বাওমিল্লা-ইয়ু''মিনূন্। ৪৫। ছুম্মা আর্সাল্না-মূসা-অআখ-হু
একের পর এক ধ্বংস করেছি, তাদেরকে কাহিনী বানালাম, অবিশ্বাসীরা দূর হোক। (৪৫) আমি পাঠালাম মূসা ও তার

هٰرُونَ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُبِينٍ ﴿٤٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا

হা-রূনা বিআ-ইয়া-তিনা-অসুল্ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্। ৪৬। ইলা-ফির্'আওনা অমালায়িহী ফাস্তাক্বারূ অকা-নূ
ভাই হারূনকে নিদর্শন ও প্রমাণসহ, (৪৬) ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট কিন্তু তারা অহংকার করল, তারা ছিল

قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٧﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُونَ *

ক্বওমান্ 'আ-লীন্। ৪৭। ফাক্বা-লূ ~ আনু''মিনু লিবাশারইনি মিছ্লিনা-অক্বও মুহুমা-লানা 'আ-বিদূন্।
উদ্ধত সম্প্রদায়। (৪৭) তারা বলল, আমরা কি আমাদের মত দুজনকে বিশ্বাস করব? অথচ তাদের লোকেরা আমাদের দাস।

আয়াত-৪৪ ঃ আর আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করছেন, হযরত নূহ, হুদ ও সালিহ এর পরে আমি মানুষের হেদায়েতের জন্য পর পর বহু রাসূল পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু যখনই কোন কওমের নিকট রাসূল আগমন করতেন, তখনই তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং তার ফলে তারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যেত। আমি বিভিন্ন কওমের প্রতি এজন্য পরপর রাসূল পাঠিয়েছিলাম যেন পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়সমূহের অবিশ্বাস, মিথ্যারোপ ও ধ্বংসপ্রাপ্তির ঘটনা শুনে তারা সংযত ও সতর্ক হতে পারে; কিন্তু কাফেরদের প্রকৃতিই অন্যরূপ। পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দ্বারা তাদের কেউই সংযত বা সতর্ক হতে পারে নি। সুতরাং তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি ও দূরীভূত হওয়া একরূপ অনিবার্য। আমার প্রিয় রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ অথবা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করলে তাদেরকে অবশ্যই বিনষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হবে।

(৪৮) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (৪৯) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ

৪৮। ফাকায্ যাবূ হুমা-ফাকা-নূ মিনাল্ মুহ্লাকীন্। ৪৯। অলাক্বদ্ আ-তাইনা-মূসাল্ কিতা-বা লা‘আল্লাহুম্

(৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যা বলল, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। (৪৯) আর আমি তো মূসাকে কিতাব প্রদান করেছে,

يَهْتَدُونَ (৫০) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ

ইয়াহ্তাদূন্। ৫০। অ জ্বা‘আল্নাব্না মার্ইয়ামা অ উম্মাহূ ~ আ-ইয়াতাঁও অ আ-অইনা-হুমা ~ ইলা-রবওয়াতিন্ যা-তি ক্বর-রিঁও

যেন তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়।(৫০) আমি মরিয়ম-তনয় ও তার মাকে নিদর্শন করলাম এবং আমি তাদের উভয়কে আশ্রয় দিলাম

ع ৩ ১৮ ৩ রুকু

وَمَعِينٍ (৫১) يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

অ মা‘ঈন্। ৫১। ইয়া ~ আইয়ুহার্ রুসুলু কুলূ মিনাত্ব ত্বোয়াইয়্যিবা-তি ওয়া‘মালূ ছোয়া-লিহা-; ইন্নী বিমা-তা‘মালূনা

নিরাপদ ও শস্যভূমিতে। (৫১) হে রাসূলগণ! তোমরা উত্তম বস্তু আহার কর, সৎকর্ম কর; আমি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে

عَلِيمٌ (৫২) وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (৫৩) فَتَقَطَّعُوا

‘আলীম্। ৫২। অ ইন্না হা-যিহী ~ উম্মাতুকুম্ উম্মাতাঁও ওয়া-হিদাতাঁও অআনা রব্বুকুম্ ফাত্তাক্বূন্। ৫৩। ফাতাক্বত্বোয়াউ’~

জানি।(৫২) আর তোমাদের এই যে উম্মত, তা তো একই উম্মত, আমি তোমাদের রব, সুতরাং আমাকে ভয় কর। (৫৩) তারা

أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (৫৪) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ

আম্রহুম্ বাইনাহুম্ যুবুর-; কুল্লু হিয্বিম্ বিমা-লাদাইহিম্ ফারিহূন্। ৫৪। ফাযার্হুম্ ফী গম্রতিহিম্

নিজেদের মধ্যে কার্যকে ভাগ করেছে, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কর্মে তুষ্ট।(৫৪) অতএব তাদেরকে কিছু কাল পর্যন্ত বিভ্রান্তির মধ্যে থাকতে

حَتَّىٰ حِينٍ (৫৫) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (৫৬) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي

হাত্তা- হীন্। ৫৫। আইয়াহ্সাবূনা আন্নামা-নুমিদ্দুহুম্ বিহী মিম্ মা-লিওঁ অবানীন্। ৫৬। নুসা-রিউ’ লাহুম্ ফিল্

দাও। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করি তা দিয়ে; (৫৬) তা দ্বারা তাদের

الْخَيْرَاتِ ۚ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (৫৭) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۞

খইর-ত্; বাল্ লা-ইয়াশ্‘উরূন্। ৫৭। ইন্নাল্লাযীনা হুম্ মিন্ খশ্ইয়াতি রব্বিহিম্ মুশ্ফিক্বূন্।

জন্য সকল প্রকার কল্যাণ তরান্বিত করি? না, তারা বুঝতেছে না। (৫৭) নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের ভয়ে ভীত।

(৫৮) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (৫৯) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا

৫৮। অল্লাযীনা হুম্ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম্ ইয়ু’’মিনূন্। ৫৯। অল্লাযীনা হুম্ বিরব্বিহিম্ লা-

(৫৮) আর যারা তাদের রবের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান রাখে,(৫৯) আর তারা তাদের রবের সঙ্গে কাউকে শরীক

يُشْرِكُونَ (৬০) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

ইয়ুশ্রিকূন্। ৬০। অল্লাযীনা ইয়ু’’তূনা মা ~ আ-তাও অক্বুলূবুহুম্ অজ্বিলাতুন্ আন্নাহুম্ ইলা-রব্বিহিম্

করে না, (৬০) আর যারা দান করে তারা ভীত মনে দান করার বস্তু দান করে, এজন্য যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে

رٰجِعُوْنَ ﴿٦١﴾ اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦٢﴾ وَلَا نُكَلِّفُ

রা-জ্বি'উন্। ৬১। উলা — য়িকা ইয়ুসা-রি'ঊনা ফীল্ খইর-তি অহুম্ লাহা-সা-বিক্বূ্ন্। ৬২। অলা-নুকাল্লিফু
প্রত্যাবর্তন করতে হবে।(৬১) তারা দ্রুত কল্যাণ কার্য সম্পাদন করে, এবং তারা তাতে অগ্রগামী।(৬২) আর আমি কাকেও তাদের

نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٣﴾ بَلْ قُلُوْبُهُمْ

নাফ্সান্ ইল্লা-উস্'আহা-অ লাদাইনা-কিতা-বুঁই ইয়ান্ত্বিকু বিল্হাক্বক্বি অহুম্ লা-ইয়ুজ্লামূন্। ৬৩। বাল্ ক্বুলূবুহুম্
সাধ্যাতীত দায়িত্ব প্রদান করি না, আমার কাছের গ্রন্থটি সত্য বলে, তারা বিন্দুমাত্রও মজলুম হবে না।(৬৩) না বরং এ বিষয়ে

فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ حَتّٰٓى اِذَآ

ফী গম্রতিম্ মিন্ হা-যা-অলাহুম্ আ'মালুম্ মিন্ দূনি যা-লিকা হুম্ লাহা-'আ-মিলূন্। ৬৪। হাত্তা ~ ইযা~
তাদের মন অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে, এছাড়াও তাদের আরও নিন্দনীয় কাজ আছে, যা তারা করে। (৬৪) যখন আমি তাদের

اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ قف اِنَّكُمْ

আখয্না-মুত্রফীহিম্ বিল্'আযা-বি ইযা-হুম্ ইয়াজ্ব্য়ারূন্। ৬৫। লা- তাজ্ব্য়ারুল্ ইয়াওমা ইন্নাকুম্
ধনীদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি, তখনই তারা আর্তনাদ করে। (৬৫) আজ আর্তনাদ করো না, তোমরা আমার কোন

مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٦﴾ قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ۞

মিন্না-লা-তুন্ছোয়ারূন্। ৬৬। ক্বদ্ কা-নাত্ আ-ইয়া-তী তুত্লা-'আলাইকুম্ ফাকুনতুম্ 'আলা ~ আ'ক্ব-বিকুম্ তান্কিছূন্।
সাহায্য পাবে না। (৬৬) আমার আয়াত তোমাদের সামনে পাঠ করে শুনান হত, কিন্তু তোমরা পিছনে সরে যেতে।

﴿٦٧﴾ مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ

৬৭। মুস্তাক্বিরীনা বিহী সা-মিরান্ তাহ্জুরূন্। ৬৮। আফালাম্ ইয়াদ্দাব্বারুল্ ক্বওলা আম্ জ্বা — য়াহুম্ মা-লাম্
(৬৭) দম্ভভরে, অর্থহীন কথার মাধ্যমে। (৬৮) তবে কি তারা কালাম সম্পর্কে চিন্তা করে না? নাকি তাদের কাছে তা

يَأْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٩﴾ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَمْ

ইয়া''তি আ-বা — য়াহুমুল্ আউওয়ালীন্। ৬৯। আম্ লাম্ ইয়া'রিফূ রসূলাহুম্ ফাহুম্ লাহূ মুন্কিরূন্। ৭০। আম্
এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসে নি? (৬৯) বা তারা কি তাদের রাসূলকে না চিনে অস্বীকার করে? (৭০) বা তারা

يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧١﴾ وَلَوِ اتَّبَعَ

ইয়াক্বূলূনা বিহী জিন্নাহ; বাল্ জ্বা — য়া হুম্ বিল্হাক্বক্বি অআক্ছারুহুম্ লিল্হাক্বক্বি কা-রিহূন্। ৭১। অলা ওয়িত্তাবা'আল্
কি বলে, সে উন্মাদ? বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে, তাদের অধিকাংশই সত্য অপছন্দকারী। (৭১) এবং যদি

আয়াত-৬৭ ঃ রাতে কিস্সা-কাহিনী বলার প্রথা আরব ও আ'যমে প্রচলিত ছিল। এতে বহু ক্ষতিকর দিক ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এই প্রথা মিটানোর জন্য এ'শার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এ'শার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। কারণ এ'শার নামাযের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সেই দিনের কাজ-কর্মে সমাপ্তি ঘটে। এই নামায সারাদিনের গুনাহসমূহের কাফ্ফারাও হতে পারে। এ'শার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনীতে লিপ্ত হলে প্রথমতঃ এতে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও বহু প্রকারের গুনাহ সংঘটিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভব হয় না। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) এ'শার পর কাউকে গল্প-গুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন, শীঘ্র নিদ্রা যাও, শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক হয়ে যাবে। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط بَلْ أَتَيْنٰهُمْ

হাক্বক্বু আহ্ওয়া —য়াহুম্ লাফাসাদাতিস্ সামাওয়া-তু অল্ আরদ্বু অমান্ ফীহিন্; বাল্ আতাইনা-হুম্
সত্য তাদের প্রবৃত্তির অনুকরণ করত তবে আসমান-যমীন ও তাদের মধ্যস্থিত সব কিছু বিনষ্ট হত, বরং আমি তাদেরকে

بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (٧٢) أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ

বিযিক্রি হিম্ ফাহুম্ 'আন্ যিক্রি হিম্ মু'রিদ্বূ-ন্। ৭২। আম্ তাস্য়ালুহুম্ খারজান্ ফাখর-জু রব্বিকা
উপদেশ প্রদান করলাম, কিন্তু তারা উপদেশ গ্রহণে বিমুখ। (৭২) অথবা তুমি কি তাদের কাছে প্রতিদান চাও; তোমার রবের

خَيْرٌ صلے وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ (٧٣) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلٰى صِرٰطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٤) وَإِنَّ

খাইরুঁও অ হুঅ খাইরুর্ র-যিক্বীন্। ৭৩। অ ইন্নাকা লাতাদ্'উহুম্ ইলা-সির-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ৭৪। অ ইন্নাল্
প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ। আর তিনিই উত্তম রিযিক্ দাতা।(৭৩) আর নিশ্চয়ই তুমি তো তাদেরকে সরল পথের দিকে ডাকছে। (৭৪) আর

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرٰطِ لَنٰكِبُونَ (٧٥) وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَ

লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা বিল্আ-খিরতি 'আনিছ্ ছির-ত্বি লানাকিবূন্।৭৫। অলাও রহিম্না-হুম্ অ
যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না তারা তো সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।(৭৫) আমি যদি দয়া করিও

كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٦) وَلَقَدْ أَخَذْنٰهُمْ

কাশাফ্না-মা-বিহিম্ মিন্ দ্বুররিল্লালাজ্জু ফী ত্বুগইয়া-নিহিম্ ইয়া'মাহূন্। ৭৬। অলাক্বদ্ আখয্না-হুম্
তাদের দুঃখ দূর করও, তবু তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। (৭৬) আমি তো তাদেরকে শাস্তি

بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (٧٧) حَتّٰى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا

বিল্'আযা-বি ফামাস্ তাকা-নূ লিরব্বিহিম্ অমা-ইয়াতাদ্বোয়ার্‌রা'উন।৭৭।হাত্তা ~ ইযা- ফাতাহ্না-'আলাইহিম্ বা-বান্
দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা তাদের রবের জন্য বিনয়ী ও কাতর হল না। (৭৭) অবশেষে যখন কঠোর শাস্তির

4
ع
২৭
4
রুকু

ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٨) وَهُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ

যা-'আযা-বিন্ শাদীদিন্ ইযা-হুম্ ফীহি মুব্লিসূন্। ৭৮। অ হুওয়াল্লাযী আন্শায়ালাকুমুস্ সাম্'আ অল্
দরজা খুললাম, তখনই তারা হতাশ হল। (৭৮) আর তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও মন,

الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ط قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (٧٩) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

আব্ছোয়া-রা অল্ আফ্য়িদাহ্; ক্বলীলাম্ মা-তাশ্কুরূন্। ৭৯। অ হুওয়াল্লাযী যারায়াকুম্ ফিল্ আরদ্বি
তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। (৭৯) আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁরই কাছে

وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٨٠) وَهُوَ الَّذِي يُحْيٖ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط

অ ইলাইহি তুহ্শারূন্। ৮০। অহুওয়াল্লাযী ইয়ুহ্য়ী অইয়ুমীতু অলাহুখ্তিলা-ফুল্ লাইলি অন্নাহা-র্;
তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৮০) তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, রাত ও দিনের আবর্তন তারই নিয়ন্ত্রণে,

أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨١﴾ بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨٢﴾ قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

আফালা-তা'ক্বিলূন্। ৮১। বাল্ ক্বা-লূ মিছ্লা মা-ক্বা-লাল্ আউওয়ালূন্। ৮২। ক্বা-লূ — আইযা-মিত্না-অকুন্না-তুর-বাঁও
তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (৮১) বরং তারা সেরূপ কথাই বলে যেমন বলত তাদের পূর্ববর্তীরা। (৮২) তারা বলে, আমরা

وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٣﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ

অ 'ইজোয়া-মান্ আইন্না-লামাব্'উছূন্। ৮৩। লাক্বদ্ উ'ইদ্না-নাহ্নু অ আ-বা — য়ুনা-হা-যা-মিন্ ক্বব্লু ইন্
মরে মাটি ও অস্থি হলেও কি পুনরুত্থিত হব? (৮৩) এমন ওয়াদা আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে পিতৃপুরুষদেরকেও দেয়া

هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٤﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *

হা-যা ~ ইল্লা ~ আসা-ত্বীরুল্ আউওয়ালীন্। ৮৪। কুল্ লিমানিল্ আর্দ্বু অমান্ ফীহা ~ ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন্।
হয়েছে , এটা পূর্বেকার ইতিকথা। (৮৪) বলুন, এ পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তা কার যদি তোমরা জান?

﴿٨٥﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٦﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ

৮৫। সাইয়াকু্লূ না লিল্লা-হ্; কু্ল্ আফালা-তাযাক্কারূন্। ৮৬। কু্ল্ মার্ রব্বুস্ সামা-ওয়া-তিস্ সাব্'ঈ
(৮৫) তারা বলবে, আল্লাহর, আপনি বলুন,তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (৮৬) বলুন, কে মালিক সপ্তাকাশ

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٧﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٨﴾ قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ ٤

অ রব্বুল্ 'আর্শিল্ 'আজ্বীম্। ৮৭। সাইয়াক্বূ্লূনা লিল্লা-হ্; কু্ল্ আফালা তাত্তাকূ্ন্। ৮৮। কু্ল্ মাম্ বিইয়াদিহী
ও মহাআরশের ? (৮৭) তারা বলবে, আল্লাহ, আপনি বলুন, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? (৮৮) আপনি বলুন,

مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾ سَيَقُوْلُوْنَ

মালাকূতু কুল্লি শাইয়িঁও অহুঅ ইয়ুজ্বীরু অলা-ইয়ুজ্বা-রু 'আলাইহি ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন্। ৮৯। সাইয়াক্বূলূনা
সকল বস্তুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দেন, যাঁর বিরুদ্ধে আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান? (৮৯) তারা বলবে,

لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٩٠﴾ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩١﴾ مَا

লিল্লা-হ্; ক্বু্ল্ ফাআন্না-তুস্হারূন্। ৯০। বাল্ আতাইনা-হুম্ বিল্হাক্ব্ক্বি অইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্। ৯১। মাত্
আল্লাহর। বলুন, তারপরও কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে? । (৯০) বরং আমি তাদেরকে সত্য দিয়েছি, তারাই মিথ্যুক। (৯১) আল্লাহ

اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَ

তাখযাল্লা-হু মিঁও অলাদিঁও অমা-কা-না মা'আহূ মিন্ ইলা-হিন্ ইযাল্লা যাহাবা কুল্লু্ ইলা-হিম্ বিমা-খলাক্ব অ
সন্তান নেন নি, তাঁর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ও নেই; যদি থাকতো, তবে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত, একে

আয়াত-৮৫ ঃ গভীরভাবে চিন্তা করলেই তো আল্লাহ্ তাআলার পুনর্জীবন দানের ক্ষমতা এবং তাঁর একত্ব এই উভয়ের প্রমাণ পাবে। (বঃ কোঃ) আয়াত-৮৮ ঃ আল্লাহ্ তাআলা যাকে ইচ্ছা আ'যাব, গযব, মসীবত হতে হেফাজত করেন এবং কারো সাধ্য নেই যে, তাঁর মোকাবেলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট হতে বাঁচায়। দুনিয়ার দিক দিয়েও এ কথা সত্য যে, আল্লাহ্ তাআ'লা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা হতে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এ বিষয় সত্য যে, যাকে তিনি আ'যাব প্রদান করবেন, তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ প্রদান করবেন তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না। (মাঃ কোঃ কুরতুবী)

لعلا بعضهم على بعض ۚ سبحن الله عما يصفون ﴿٩٢﴾ علم الغيب والشهادة

লা'আলা-বা'দ্বুহুম্ 'আলা-বা'দ্ব্; সুব্হা-না ল্লা-হি 'আম্মা-ইয়াছিফূন্। ৯২। 'আলিমিল্ গইবি অশ্শাহা-দাতি
অন্যের ওপর প্রাধান্য নিত। তাদের বক্তব্য হতে আল্লাহ পবিত্র। (৯২) তিনি জ্ঞানী দৃশ্য ও অদৃশ্যের বিষয় এবং তিনি তাদের

ع ৫ ১৫ ৫ রুকু

فتعلى عما يشركون ﴿٩٣﴾ قل رب اما تريني ما يوعدون ﴿٩٤﴾ رب فلا تجعلني

ফাতা'আ-লা-'আম্মা-ইয়ুশ্রিকূন্। ৯৩। ক্বুর্ রব্বি ইম্মা-তুরিয়ান্নী মা-ইয়ু'আদূন্। ৯৪। রব্বি ফালা-তাজ্'আল্নী
শিরক্ হতে বহু উর্ধ্বে। ৯৩। বলুন, হে আমার রব! তাদের সাথে প্রতিশ্রুত বিষয়টি আমাকে দেখান ; (৯৪) হে আমার রব!

في القوم الظلمين ﴿٩٥﴾ وانا على ان نريك ما نعدهم لقدرون ﴿٩٦﴾ ادفع بالتي

ফিল্ ক্বওমিজ্ জোয়া-লিমীন্। ৯৫। অইন্না-'আলা ~ আন্ নুরিয়াকা মা -না'ঈদুহুম্ লাক্ব-দিরূন্। ৯৬। ইদ্ফা বিল্লাতী
আমাকে অত্যাচারি বানিও না। (৯৫) আর আমি প্রতিশ্রুত বিষয়টি দর্শন করাতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) তাদের দুর্ব্যবহারের

هي احسن السيئة ۚ نحن اعلم بما يصفون ﴿٩٧﴾ وقل رب اعوذ بك من

হিয়া আহ্সানুস্ সাইয়িয়াহ্; নাহ্নু আ'লামু বিমা-ইয়াছিফূন্। ৯৭। অক্বুর্ রব্বি আ'উযুবিকা মিন্
মুকাবিলা উত্তম ব্যবহার দ্বারা কর, তাদের কথা আমি অবশ্যই অবগত।(৯৭) আপনি বলুন, হে আমার রব! শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে

همزت الشيطين ﴿٩٨﴾ واعوذ بك رب ان يحضرون ﴿٩٩﴾ حتى اذا جاء احدهم

হামাযা -তিশ্ শাইয়া-ত্বীন্। ৯৮। অ আ'উ যুবিকা রব্বি আইঁ ইয়াহ্দ্বুরূন্। ৯৯। হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়া আহাদাহুমুল্
আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।(৯৮) হে রব! তাদের উপস্থিতি থেকে তোমার আশ্রয় চাই, (৯৯) অবশেষে যখন কারো মৃত্যু

الموت قال رب ارجعون ﴿١٠٠﴾ لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا ۚ انها كلمة

মাওতু ক্ব-লা রব্বির্ জ্বি'উন্। ১০০। লা'আল্লী ~ আ'মালু ছোয়া-লিহান্ ফীমা-তারাক্তু কাল্লা-ইন্নাহা-কালিমাতুন্
হয় তখন বলে, হে আমার রব! আমাকে পুনরায় পাঠাও। (১০০) তা হলে আমি সৎকর্ম করব, যা করিনি। কখনোও নয়,

هو قائلها ۚ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ﴿١٠١﴾ فاذا نفخ في الصور

হুঅ ক্ব — য়িলুহা-; অ মিওঁ অর — য়িহিম্ বার্যাখুন্ ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্'আছূন্। ১০১। ফাইযা-নুফিখ ফিছ্ ছূরি
এটা তো তারই উক্তি। তাদের সামনে আলমে বরযখ, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (১০১) অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ'দেয়া হবে

فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴿١٠٢﴾ فمن ثقلت موازينه فاولئك

ফালা ~ আন্সা-বা বাইনাহুম্ ইয়াওমায়িযিঁও অলা-ইয়াতাসা — য়ালূন্। ১০২। ফামান্ ছাক্বুলাত্ মাওয়া-যীনুহূ ফাউলা — য়িকা
সে দিন, না আত্মীয়তা সম্পর্ক থাকবে, আর না কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, (১০২) সেদিন যাদের পাল্লা ভারী হবে,

هم المفلحون ﴿١٠٣﴾ ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم

হুমুল্ মুফ্লিহূন্। ১০৩। অমান্ খফ্ফাত্ মাওয়াযীনুহূ ফাউলা — য়িকাল্লাযীনা খাসিরূ ~ আন্ফুসাহুম্
তারাই হবে সফলকাম।(১০৩) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা ঐ সব লোক, যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করার কারণে

فِي جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ ﴿١٠٤﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كٰلِحُونَ ﴿١٠٥﴾ أَلَمْ

ফী জ্বাহান্নামা খ-লিদূন্। ১০৪। তাল্ফাখু উজূ হাহুমুন্না-রু অহুম্ ফীহা-কা-লিহূন। ১০৫। আলাম্

চির জাহান্নামী। (১০৪) জান্নামের আগুন তাদের চেহারা পোড়াবে, এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। (১০৫) তোমাদের

تَكُنْ آيٰتِي تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٦﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

তাকুন আ-ইয়া-তী তুত্লা- 'আলাইকুম ফাকুন্তুম্ তুকায্যিবূন্। ১০৬। ক্ব-লূ রব্বানা-গলাবাত্ 'আলাইনা

কাছে কি আয়াত পাঠ করা হত না? তা তো অস্বীকার করতে। (১০৬) বলবে, হে আমার রব! আমাদের দুর্ভাগ্য বিজয়ী,

شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٧﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظٰلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ

শিক্ব্ওয়াতুনা-অকুন্না- ক্বওমান্ দ্বোয়া — ল্লীন্। ১০৭। রব্বানা ~ আখ্রিজ্বনা-মিন্হা-ফাইন্ 'উদ্না- ফাইন্না-জোয়া-লিমূন্। ১০৮। ক্ব-লাখ্

আমরা ভ্রান্ত জাতি। (১০৭) হে রব! এখান হতে আমাদের বের কর, পুনরায় করলে নিশ্চয়ই আমরা জালিম হব। (১০৮) আল্লাহ বলবেন,

اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا

সায়ূ ফীহা-অলা-তুকাল্লিমূন্। ১০৯। ইন্নাহূ কা-না ফারীক্বুম্ মিন্ ই'বা-দী ইয়াক্বূলূনা রব্বানা ~ আ-মান্না-

ঈন হয়ে থাক, কথা বলো না। (১০৯) আমার একদল বান্দাহ বলত, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান আনলাম, আমাদেরকে

فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِينَ ﴿١١٠﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى

ফাগ্ফির্লানা-অর্হাম্না-অআন্তা খইরুর্ র-হিমীন্। ১১০। ফাত্তাখয্তুমূহুম্ সিখ্রিয়্যান্ হাত্তা ~

ক্ষমা করে দাও, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) তখন তোমরা তাদের ঠাট্টা করতে, এমন কি তা

أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١١﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا

আন্সাওকুম্ যিক্রী অকুন্তুম্ মিন্হুম্ তাদ্বহাকূন্। ১১১। ইন্নী জ্বাযাইতুহুমুল্ ইয়াওমা বিমা-ছবারূ ~

তোমাদেরকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছে, আর তোমরা হাসতে। (১১১) আজ আমি তাদেরকে ধৈর্যের কারণে

أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١٢﴾ قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٣﴾ قَالُوا لَبِثْنَا

আন্নাহুম্ হুমুল্ ফা — য়িযূন্। ১১২। ক্ব-লা কাম্ লাবিছ্তুম্ ফীল্ আর্দ্বি 'আদাদা সিনীন্। ১১৩। ক্ব-লূ লাবিছ্না-

পুরস্কার প্রদান করলাম, তারাই সফল।(১১২) বলবেন, দুনিয়ায় কতকাল অবস্থান করলে? (১১৩) বলবে, একদিন অথবা

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٤﴾ قٰلَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ

ইয়াওমান্ আও বা'দ্বোয়া ইয়াওমিন্ ফাস্য়ালিল্ 'আ — দ্দীন্। ১১৪। ক্ব-লা ইল্লাবিছ্তুম্ ইল্লা-ক্বলীলা ল্লাওঁ আন্নাকুম্ কুন্তুম্

একদিনের কম সময় ছিলাম; না হয় গণকদের জিজ্ঞাসা করুন।(১১৪) বলবেন, তোমরা অল্পকালই অবসস্থান করছিলে, যদি তোমরা

আয়াত-১০৫ ঃ অর্থাৎ কাফেরদের আর্তনাদ ও রোনাযারী শুনে ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের নিকট কি পৃথিবীতে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান হয়নি, যা তোমরা মিথ্যা বলছিলে? তখন তারা বলবে, "আমাদের দুর্ভাগ্যই ছিল, আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট এখন আমাদেরকে এ অগ্নি থেকে বের করে দাও, অতঃপর আমরা পুনরায় তদ্রূপ করলে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হব।" তখন ফেরেশতারা বলবে, এখানেই তোমরা নিগৃহীত হয়ে পড়ে থাক অন্য কোন কথা বলো না।

আয়াত-১১৪ ঃ দুনিয়াতে তো কাফেররা আযাবের জন্য তাগিদ করতেছিল এখন সে আযাবই তাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন তাদের নিকট দুনিয়াতে তাদের অবস্থান অত্যন্ত সল্প সময়ের জন্য মনে হবে। বেশি হলে এক দিনই মনে হবে। কতিপয় ওলামার মতে "কাম লাবিছ্তুম্' প্রশ্নটি মরণের পর কবরে অবস্থান কালীন সময় সম্বন্ধে হবে, যা পরকালের মোকাবেলায় অতি সামান্য সময় অনুভূত হবে।

تعلمون (১১৫) اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ*

তা'লামূন্ । ১১৫ । আফাহাসিব্‌তুম্ আন্নামা-খলাক্ব্‌না-কুম্ 'আবাছাঁও অআন্নাকুম্ ইলাইনা-লা-তুর্‌জ্বা'উন্ ।
জানতে । (১১৫) তোমরা কি মনে কর তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করেছি, এবং তোমরা আমার কাছে ফিরবে না?

(১১৬) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ (১১৭) وَمَنْ

১১৬ । ফাতা'আ-লাল্লা-হুল্ মালিকুল্ হাক্ব্‌কু্‌লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হু অ রব্বুল্ 'আরশিল্ ক্বরীম্ । ১১৭ । অ মাইঁ
(১১৬) সুতরাং আল্লাহই সমুন্নত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনিই মহান আরশের রব । (১১৭) আর যে

يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لا لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ لا فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ط

ইয়াদ্'উ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খর লা-বুর্‌হা-না লাহূ বিহী ফাইন্নামা-হিসা-বু-হূ 'ইন্‌দা রব্বিহ্'
ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহকে আহ্বান করে, তার নিকট যার কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার রবের নিকট হবে;

ع ৬ ২৬ ৬ রুকু

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ (১১৮) وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ*

ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্‌লিহুল্ কা-ফিরূন্ । ১১৮ । অক্ব্‌ু্‌র্ রব্বিগ্ ফির্ অর্‌হাম্ অআন্‌তা খইরুর্ র-হিমীন্ ।
নিশ্চয়ই কাফেররা সফল হবে না । (১১৮) আপনি বলুন, হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু ।

সূরা নূর
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬৪
রুকূ ঃ ৯

(১) سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ*

১। সূরাতুন্ আন্‌যাল্‌না-হা-অ ফারদ্বনা-হা-অ আন্‌যাল্‌না-ফীহা ~আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-তিল্ লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন্ ।
(১) এটি একটি সূরা যা নাযিল করে ফরয করেছি, তাতে স্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি, যেন তোমরা উপদেশ নাও ।

(২) اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلَا تَاْخُذْكُمْ

২ । আয্‌যা-নিয়াতু অয্‌যা-নী ফাজ্‌ব্‌লিদূ কুল্লা অ-হিদিম্ মিন্‌হুমা-মিয়াতা জ্বাল্‌দাতিঁও অলা-তা''খুয্‌কুম্
(২) আর ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত প্রদান কর,(১) আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে গিয়ে

بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ

বিহিমা-র''ফাতুন্ ফীদীনিল্লা-হি ইন্ কুন্‌তুম্ তু''মিনূনা বিল্লা-হি অল্‌ইয়াওমিল্ আ-খিরি অল্ ইয়াশ্‌হাদ্
তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া যেন তোমাদেরকে না পায়, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও; আর মু'মিনদের

শানেনুযূল ঃ আয়াত–১ ঃ রাসূলে কারীম (ছঃ) এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রবাসে যাওয়ার সময় উম্মুল মু'মিনীনদের নামে লটারী করতেন, লটারীতে যার নাম উঠত তাঁকে সাথে নিয়ে যেতেন । তদানুসারে পঞ্চম হিজরী সনে জঙ্গে মুরাইসীতে যাওয়ার সময় হযরত আয়েশা সিদ্দীকার নাম লটারীতে উঠে যায় । তিনি হুযূর (ছঃ)-এর সঙ্গে গেলেন । সফর থেকে ফেরার সময় মদীনার অদূরে প্রান্তে বিশ্রাম করার জন্য অবস্থান করেন । হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে গেলে তথায় তাঁর গলার হার হারিয়ে যায় । তিনি তৎক্ষণাৎ হারের সন্ধানে সে দিকে যান, তা খুঁজে আনতে কিছুক্ষণ দেরী হয় । এদিকে তাঁর ফিরে আসার পূর্বেই যাত্রীরা রওয়ানা হয়ে যায় এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উষ্ট্র চালকও তাঁর উষ্ট্রারোহণের দোলনাটি উটের পিঠে উঠিয়ে দিলেন ।

عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۲ اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ز

'আযা-বা হুমা-ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিনাল্ মু''মিনীন্। ৩। আয্যা-নী লা-ইয়ান্‌কিহুহা ~ ইল্লা-যা-নিয়াতান্ আও মুশ্‌রিকাতাঁও
একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রদানকালে উপস্থিত থাকে (৩) ব্যভিচারী' ব্যভিচারিনী বা মুশ্‌রিকা ছাড়া বিবাহ করে না;

وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

অয্‌যা-নিয়াতু লা-ইয়ান্‌কিহুহা ~ ইল্লা-যা-নিন্ আওমুশ্‌রিকুন্ অহুর্‌রিমা যা-লিকা 'আলাল্ মু''মিনীন্।
ব্যভিচারিনীকে কেবল ব্যভিচারী বা মুশ্‌রিকই বিবাহ করে, আর এদেরকে মু'মিনদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

۝۳ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ

৪। অল্লাযীনা ইয়ার্‌মূনাল্ মুহ্‌ছোয়ানা-তি ছুম্মা লাম্ ইয়া'তূ বিআর্‌বা'আতি শুহাদা — য়া ফাজ্‌লিদূহুম্
(৪) এবং যারা সতী সাধ্বী রমনীকে অপবাদ দেয়, আর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না তাদেরকে তোমরা

ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝۴ اِلَّا

ছামা-নীনা জ্বাল্‌দাতাঁও অলা তাক্ববালূ লাহুম্ শাহা-দাতান্ আবাদান্ অ উলা — য়িকা হুমুল্ ফা- সিকূন্। ৫। ইল্লাল
আশি বেত্রাঘাত করবে, তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না, আর এরাই তো সত্য ত্যাগী। (৫) তবে এর অপবাদের

الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ج فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۵ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ

লাযীনা তা-বূ মিম্ বা'দি যা-লিকা অআছ্‌লাহূ ফা ইন্নাল্লা-হা গফূরুর্ রহীম্। ৬। অল্লাযীনা ইয়ার্‌মূনা
যারা পরে তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধিত করে নেয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(৬) এবং যারা আপন

اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ

আয্‌ওয়া-জ্বাহুম্ অলাম্ ইয়াকুল্লাহুম্ শুহাদা — য়ু ইল্লা ~ আন্‌ফুসুহুম্ ফাশাহা-দাতু আহাদিহিম্ আর্‌বা'উ
স্ত্রীকে অপবাদ প্রদান করে, নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোন সাক্ষীও নেই; এসব ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে

شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۶ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ

শাহা-দা-তিম্ বিল্লা-হি ইন্নাহূ লামিনাছ্ ছোয়া-দ্বিকীন্। ৭। অলখ-মিসাতু আন্না লা'নাত ল্লা-হি 'আলাইহি ইন্
এ ভাবে যে, তারা আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে সত্যবাদী, (৭) এবং পঞ্চম বারে বলবে যদি 'মিথ্যাবাদী হয়

كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝۷ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ لا

কা-না মিনাল্ কা-যিবীন্। ৮। অ ইয়াদ্‌রায়ু 'আন্‌হাল্ 'আযা-বা আন্ তাশ্‌হাদা আর্‌বা'আ শাহা-দা-তিম্ বিল্লা-হি
তবে তার ওপর আল্লাহর লা'নত। (৮) এবং স্ত্রীর রহিত হবে শাস্তি,যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ দেয় যে,

আয়েশা (রাঃ) ছিলেন হালকা পাতলা, তাই বন্ধ দোলনা উত্তোলনকালে তিনি হযরত আয়েশার অবস্থান সম্বন্ধে কিছু অনুভব করতে পারেন নি। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) ফিরে এসে দেখতে পান শূন্য মাঠ প্রান্তর এবং নিস্তব্ধ জঙ্গল। অবশেষে তিনি এ ধারণায় সেখানে অবস্থান করলেন যে, তাঁর দোলনা শূন্য দেখলে নিশ্চয় কেউ তাঁর সন্ধান করতে আসবে। এ অভিযানে পশ্চাতে কিছু রয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করতে এসে হযরত সফওয়ান ইবনে মো'আত্তল কিছু দূর হতে মানবাকৃতির ন্যায় এক প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেলেন। নিকটে এসে দেখলেন তা স্বয়ং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) ও পর পুরুষের আগমন দেখে নিজের মুখমণ্ডল আবৃত করে ফেললেন। হযরত সফওয়ান (রাঃ) তখন দ্রুত গতিতে উট হতে অবতরণ করে হযরত আয়েশাকে উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দিলেন এবং তিনি লাগাম ধরে আগে আগে চলতে লাগলেন।

إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ⑨ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

ইন্নাহূ লামিনাল্ কা-যিবীন্ । ৯ । অল্ খ-মিসাতা আন্না গদ্বোয়াবাল্লা-হি 'আলাইহা ~ ইন্ কা-না মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্।
তার স্বামীই মিথ্যাবাদী, (৯) আর পঞ্চম বারে বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে নিজের ওপর আল্লাহর গযব পড়ুক।

১ ع ১০ ৭ রুকু

⑩ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ⑪ اِنَّ الَّذِيْنَ

১০ । অলাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম্ অরহ্মাতুহূ অআন্নাল্লা-হা তাউওয়া-বুন্ হাকীম্ । ১১ । ইন্না ল্লাযীনা
(১০) আর আল্লাহর করুণা ও দয়া না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হত, নিশ্চয় আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, প্রজ্ঞাময় (১১) নিঃসন্দেহে যারা

جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۭ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۭ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ لِكُلِّ

জ্বা —য়ূ বিল্ইফ্কি উছ্বাতুম্ মিন্কুম্; লা-তাহ্সাবূহু শার্রাল্লাকুম্; বাল্ হুঅ খইরুল্লাকুম্; লিকুল্ লিম্
এ অপবাদ আরোপ করল তারা তোমাদেরই এক দল, আর তোমরা একে নিজেদের জন্য অনিষ্ট মনে করো না, বরং তা তোমাদের

امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ

রিয়িম্ মিন্হুম্ মাক্তাসাবা মিনাল্ ইছ্মি অল্লাযী তাওয়াল্লা-কিব্রাহূ মিন্হুম্ লাহূ 'আযা-বুন্
জন্য কল্যাণকরই হবে। পাপ কর্মের ফল তাদেরই, তাদেরই ভেতর থেকে যে ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল, তার

عَظِيْمٌ ⑫ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا

'আজীম্ । ১২ । লাওলা ~ ইয্ সামি'তুমূহু জোয়ান্নাল্ মু''মিনূনা অল্ মু''মিনা-তু বি আন্ফুসিহিম্ খইরঁও অ ক্ব-লূ
শাস্তি কঠিন হবে। (১২) এ কথা শুনার পর মুমিন পুরুষ ও মু'মিন-নারীরা কেন আপন লোকদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করে নি এবং

هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ⑬ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ

হা-যা ~ ইফ্কুম্ মুবীন্। ১৩। লাওলা জ্বা — য়ূ 'আলাইহি বিআর্বা'আতি শুহাদা — য়া ফাইয্ লাম্ ইয়া''তূ বিশ্শুহাদা — য়ি
বলে নি যে, এটি তো সুস্পষ্ট অপবাদ। (১৩) যারা অপবাদ প্রদান করেছে তারা এ বিষয়ে কেন চারজন সাক্ষী হাজির করে নি? যেহেতু

فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ⑭ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا

ফাউলা — য়িকা 'ইন্দাল্লা-হি হুমুল্ কা-যিবূন্ । ১৪ । অলাওলা-ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম্ অ রহ্মাতুহূ ফিদ্দুন্ইয়া-
তারা সাক্ষী আনেনি, সুতরাং আল্লাহর বিধানে তারাই মিথ্যাবাদী।(১৪) তোমাদের প্রতি যদি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর করুণা

وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑮ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ

অল্ আ-খিরাতি লামাস্সাকুম্ ফীমা ~ আফাদ্বতুম্ ফীহি 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ১৫। ইয্ তালাক্ব ক্বও নাহূ বিআল্সিনাতিকুম্
ও দয়া না হত লিপ্ত বিষয়ের জন্য মহাশাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। (১৫) যখন তোমরা মুখে মুখে তা প্রচার করছিলে এবং

ঘটনা তো ছিল এ পর্যন্ত; কিন্তু মুনাফিকরা একে ভিত্তি করে নানা অপবাদ রটাতে লাগল এবং পূর্ণ এক মাস পর্যন্ত গোপন চর্চা চলল। এর প্রধান নায়ক ছিল মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। রাসূল (ছঃ) যখন এতদবিষয়ে জানতে পারলেন তখন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে পৃথক থাকার ভাব ধারণ করলেন, মুখে কিছু বললেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকটও এ অকথ্য বৃত্তান্তের সংবাদ পৌঁছল। রাসূল(ছঃ) ও আপন সতী স্বাধ্বী স্ত্রী সম্বন্ধে সম্ভাব্য অনুসন্ধান চালিয়ে নিষ্কলঙ্কতারই প্রমাণ পান। অবশেষে উম্মতের দিশারী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) বিবি আয়েশার পিত্রালয়ে যান এবং বললেন, তোমার সম্বন্ধে আমি এমন এমন সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু এটি যদি মানুষের পক্ষ হতে এক অপবাদ মাত্র হয়, প্রকৃতপক্ষে তুমি নিষ্পাপ হও, তবে শীঘ্রই আল্লাহ পাক তোমার নিষ্কলঙ্কতা নাযিল করবেন। আর যদি অপবাদ না হয়ে বাস্তবতার কিছু

وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا ۖ وهو عند الله

অতাকু লূনা বিআফ্ওয়া-হিকুম্ মা-লাইসা লাকুম্ বিহী ই'ল্মুঁও অ তাহ্সাবূনাহূ হাইয়িনাঁও অহুওয়া 'ইন্দাল্লা-হি
মুখে এমন বিষয় বলছিলে যে বিষয় তোমরা জান না, আর তাকে অতি তুচ্ছ ভাবছিলে, অথচ তা আল্লাহর কাছে ছিল

عظيم ﴿١٦﴾ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ۖ سبحنك

'আজীম্। ১৬। অ লাওলা ~ ইয্ সামি'তুমূহু কুল্তুম্ মা-ইয়াকূনু লানা ~ আন্না তাকাল্লামা বিহা-যা- সুব্হা-নাকা
গুরুতর। (১৬) যখন শুনলে, কেন বললে না যে, এটা বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়, তোমার পবিত্রতা! এটি

هذا بهتان عظيم ﴿١٧﴾ يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين

হাযা- বুহ্তা- নুন্ 'আজীম্। ১৭। ইয়া'ইজুকুমুল্লা-হু আন্ তা'উদূ লিমিছ্লিহী ~ আবাদান্ ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন্।
বড় অপবাদ! (১৭) আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা পুনরায় কখনো এরূপ করবে না যদি তোমরা মুমিন হও।

﴿١٨﴾ ويبين الله لكم الايت ۚ والله عليم حكيم ﴿١٩﴾ ان الذين يحبون ان تشيع

১৮। অ ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-ত্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ১৯। ইন্নাল্লাযীনা ইয়ুহিব্বূনা আন্ তাশী'আল্
(১৮) আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিঃসন্দেহে যারা মুমিনদের মধ্যে

الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم ۙ في الدنيا والاخرة ۚ والله

ফা-হিশাতু ফিল্লাযীনা আ-মানূ লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীমুন্ ফিদ্দুন্ইয়া-অল্ আ-খিরা-হ্; অল্লা-হু
অশ্লীলতা প্রচার করাকে ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরতে মর্মন্তুদ শাস্তি; আর আল্লাহ জানেন, তোমরা

يعلم وانتم لا تعلمون ﴿٢٠﴾ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم

ইয়া'লামু অ আন্তুম্ লা-তা'লামূন্। ২০। অলাওলা-ফাদ্লু ল্লা-হি 'আলাইকুম্ অরহ্মাতুহূ অআন্নাল্লা-হা রায়ূফুর্ রহীম্।
জান না। (২০) আর তোমাদের উপর আল্লাহর করুণা ও দয়া না হলে কেউ রক্ষা পেত না, তবে আল্লাহ পরম দয়ালু করুণাময়।

অর্ধাংশ • ২ ع ১০ ৮ রুকু

﴿٢١﴾ يايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوت الشيطن ۚ ومن يتبع خطوت الشيطن

২১। ইয়া ~ আইয়্যুহা ল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাবিউ' খুতুওয়া-তিশ্ শাইত্বোয়া-ন্; অমাইঁ ইয়াত্তাবি' খুতুওয়া-তিশ্ শাইত্বোয়া-নি
(২১) হে মুমিনরা! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, যদি কেউ শয়তানের অনুসরণ করে, তবে সে তো

فانه يامر بالفحشاء والمنكر ۚ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى

ফাইন্নাহূ ইয়া''মুরু বিলফাহ্শা — য়ি অল্মুন্কার্; অ লাওলা-ফাদ্লু ল্লা-হি 'আলাইকুম্ অ রহ্মাতুহূ মা-যাকা-
অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর করুণা ও দয়া না হত, তবে কখনও তোমাদের কেউ

থাকে, তবে মানুষ তো ভুল-ক্রটিরই প্রতীক, তোমার গোনাহ্ মাফের জন্য তওবা করা উচিত। এতদশ্রবণে হযরত আয়েশা (রাঃ) শুধু এতটুকু বললেন, আমি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার ন্যায় কেবল বলে চুপ থাকা ব্যতীত আর কি-ই বা করতে পারি। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নির্মল চরিত্রবতী হওয়ার ওপর পূর্ণ দু' রুকূ বিবরণ নাযিল করেন।
এ আপদের বেড়াজালে অনেক লোকই ফেঁসেছিল। কতিপয় মুসলমান তো এ ঘটনা শুনার সাথে সাথেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় আর কেউ কেউ নীরবতা পালন করে আর কেউ কেউ কৌতুক হাসির মাধ্যমে তার আলোচনা করছিল আর কেউ কেউ অনুতাপমূলক বলাবলি করছিল। অতএব, যারা একে একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ বলে স্পষ্টভাবে ইনকার করেছিল, তারা ব্যতীত অন্যান্য সকলকে অভিযুক্ত করা হয় এবং মিথ্যা অপবাদে মানহানিকারীদেরকে শাস্তিস্বরূপ আশিটি করে দোররা লাগান হয়। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে এ অপবাদের আবিষ্কারক, বিধর্মচারণ, মুনাফিক এবং নবী করীম (ছঃ)-এর সাথে শত্রুতার কারণে সে পূর্ব থেকেই জাহান্নামী। আর এ অপবাদের জন্য আরো অধিক আযাবের যোগ্য হয়েছে।

مِنكُم مِّن اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَن يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٭

মিন্কুম্ মিন্ আহাদিন্ আবাদাঁও অলা-কিন্নাল্লা-হা ইয়ুযাক্কী মাইঁ ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্।
পবিত্র হতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন, আর আল্লাহ সব কিছু শ্রবণ করেন, জানেন।

(٢٢) وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ اَن يُّؤْتُوٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِينَ وَ

২২। অলা-ইয়া''তালি উলুল্ ফাদ্বলি মিন্কুম্ অস্সা'আতি আই ইয়ু''তূ ~ উলিল কু্রবা-অল্ মাসাকীনা অল্
(২২) আর তোমাদের মাঝে যারা মর্যাদাবান ও স্বচ্ছলতার অধিকারী তারা যেন শপথ আকারে না বলে যে, তারা স্বজন, অভাবী ও আল্লাহর রাস্তায় গৃহ-ত্যাগ

الْمُهٰجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ؕ اَلَا تُحِبُّونَ اَن يَّغْفِرَ اللّٰهُ

মুহা-জ্বিরীনা ফী সাবীলিল্লা-হি অল্ ইয়া'ফূ অল্ ইয়াছ্ফাহূ; আলা-তুহিব্বূনা আইঁ ইয়াগ্ফিরল্লা-হু
কারিদেরকে কিছু দান হতে বিরত থাকবে; আর যেন তাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করে দেয়। তোমরা কি আল্লাহর ক্ষমা চাও না?

لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٣) اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ

লাকুম্; অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ২৩। ইন্নাল্লাযীনা ইয়ার্মূনাল্ মুহ্ছোয়ানা-তিল্ গ-ফিলা-তিল্ মু''মিনাতি
আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু। (২৩) নিঃসন্দেহে যারা অপবাদ আরোপ করে সাধ্বীও আত্মভোলা মু'মিন নারীদের

لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۠ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٤) يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ

লুইনূ ফিদ্দুন্ইয়া- অল্ আ-খিরতি অলাহুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ২৪। ইয়াওমা তাশ্হাদু 'আলাইহিম্ আল্সিনাতুহুম্
উপর, তারা ইহ-পরকালে অভিশপ্ত, তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি। (২৪) যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের কর্ম সম্পর্কে

وَاَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٥) يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ

অআইদীহিম্ অআর্জুলুহুম্ বিমা-কানূ ইয়া'মালূন্। ২৫। ইয়াওমায়িযিইঁ ইয়ুওয়াফ্ফী হিমু ল্লা-হু দীনাহুমুল্ হাক্ব্ক্ব অ
তাদের জিহ্বা, হাত ও পা সাক্ষ্য প্রদান করবে। (২৫) সেদিন আল্লাহ তাদেরকে যথার্থ ফল প্রদান করবেন, তারা জানতে

يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (٢٦) اَلْخَبِيثٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ

ইয়া'লামূনা আন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ হাক্ব্ক্বুল্ মুবীন্। ২৬। আল্ খবীছা-তু লিল্খবীছীনা অল্ খবীছূনা
পারবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিই সত্য, তিনি সত্য প্রকাশকারী। (২৬) আর দুশ্চরিত্র রমনীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য,

لِلْخَبِيثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ

লিল্ খবীছা-তি অত্ত্বোয়াইয়্যিবা-তু লিত্ত্বোয়াইয়্যিবীনা অত্ত্বোয়াইয়্যিবূনা লিত্ত্বোয়াইয়্যিবা-তি উলা — য়িকা মুবার্রায়ূনা
দুশ্চরিত্র পুরুষা দুশ্চরিত্র রমনীদের জন্য; আর সাধ্বী নারীরা সৎব্যক্তিদের জন্য আর সৎ ব্যক্তিরা সাধ্বী নারীদের জন্য, এরা

مِمَّا يَقُولُونَ ؕ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا

মিম্মা-ইয়াকূ লূন্; লাহুম্ মাগ্ফিরাতুঁও অরিয্কু্ন্ কারীম্। ২৭। ইয়া ~ আইয়্যু হাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাদ্খুলূ বুইয়ূতান্
তাদের বক্তব্য হতে পবিত্র, তাদের জন্য ক্ষমা ও সু-জীবিকা আছে। (২৭) হে মু'মিনরা! আপনগৃহ ব্যতীত কারো গৃহে

ع ٣ ٦ ٩ রুকু

غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٭

গইরা বুইয়ূতিকুম্ হাত্তা-তাস্তা''নিসূ অতুসাল্লিমূ 'আলা ~ আহ্লিহা-; যা-লিকুম্ খইরুল্লাকুম, লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন্।
প্রবেশ করো না, গৃহবাসীর অনুমতি না নিয়ে ও সালাম না দিয়ে এটাই তোমাদের কল্যাণ। যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

﴿٢٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ

২৮। ফাইল্লাম্ তাজ্বিদূ ফীহা ~ আহ্দান্ ফালা-তাদ্খুলূহা-হাত্তা-ইয়ূ'' যানা লাকুম্ অইন্ ক্বীলা
(২৮) অতঃপর গৃহে যদি কাকেও না পাও, তবে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুমতি প্রদান করা হয়; যদি 'ফিরে যাও' বলে,

لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

লাকুমুর্জ্বি'উ ফার্জ্বি'উ হুঅ আয্কা-লাকুম্ অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা 'আলীম্। ২৯। লাইসা 'আলাইকুম্
তবে ফিরে যাবে, তাই তোমাদের জন্য উত্তম, আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।(২৯) যে ঘরে কেউ অবস্থান করে না,

جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ

জু্না-হুন্ আন্ তাদ্খুলূ বুইয়ূতান্ গইর মাস্কূনাতিন্ ফীহা-মাতা-'উল্ লাকুম্; অল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তুব্দূনা
সেখানে যদি তোমাদের মাল থাকে, তবে তোমরা ঢুকতে পার, আর আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন তোমাদের প্রকাশ্য ও

وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط

অমা- তাক্তুমূন্। ৩০। ক্বু্ল্ লিল্মু''মিনীনা ইয়াগুদ্দূ মিন্ আব্ছোয়া-রিহিম্ অইয়াহ্ফাজূ ফুরূজ্বাহুম্
গোপনীয় সব কিছু; (৩০) আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত ,

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣١﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ

যা- লিকা আয্কা-লাহুম্ ইন্নাল্লা-হা খবীরুম্ বিমা-ইয়াছ্নাঊ'ন্। ৩১। অক্বু্ল্ লিল্মু''মিনা-তি ইয়াগ্দ্বু্দ্বনা
করে এটা তাদের পবিত্রতা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (৩১) আর মু'মিন নারীদের বলেদিন, তারা

مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

মিন্ আব্ছোয়া- রিহিন্না অইয়াহ্ফাজ্না ফুরূজ্বাহুন্না অলা-ইয়ুব্দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা-মা- জোয়াহারা মিন্হা-
তাদের দৃষ্টি যেন সংযত রাখে ও লজ্জাস্থান হিফাযাত করে, সাধারণতঃ প্রকাশমান তা ব্যতীত কারো কাছে রূপ প্রকাশ না করে;

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ

অল্ইয়াদ্বরিব্না বিখুমুরিহিন্না 'আলা-জু্ইয়ূবিহিন্না অলা-ইয়ুব্দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা-লিবু'উলাতিহিন্না আও
আর তারা যেন তাদের মাথার ওড়না স্বীয় বক্ষের ওপর জড়িয়ে রাখে; আর নিজেদের সৌন্দর্য ঐ সব লোকদের ছাড়া যারা তাদের

اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ

আ-বা — য়ি হিন্না আও আ-বা — য়ি বু'উলাতিহিন্না আও আব্না- য়িহিন্না আও আব্না — য়ি বু'উ লাতিহিন্না আও ইখ্ওয়া-নিহিন্না আও
স্বামী, অথবা তাদের পিতা, অথবা তাদের শ্বশুর, অথবা তাদের পুত্র, অথবা তাদের স্বামীর পুত্র, অথবা তাদের ভাই, অথবা

بَنِىٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ

বানী~ ইখ্ওয়ানিহিন্না আও বানী য় আখাওয়া-তিহিন্না আও নিসা — য়িহিন্না আও মা-মালাকাত্ আইমা-নুহুন্না আওয়িত্তা-বি'ঈনা

তাদের ভাইপো, অথবা তাদের বোনপো, অথবা আপন নারীগণ, অথবা অধীনস্থ দাসী, অথবা কামনাহীন

غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ

গইরি উলিল্ ইর্বাতি মিনার্ রিজ্বা-লি আওয়িত্ত্বিফ্লি ল্লাযীনা লাম্ ইয়াজ্ হারূ 'আলা-'আওরা-তিন

পুরুষ অথবা এমন বালক যারা নারীদের আবরণীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাদের ছাড়া আর কারও কাছে স্বীয় বেশ-ভূষা

النِّسَآءِ ۪ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى

নিসা — য়ি অলা- ইয়াদ্বরিব্না বিআর্জু্লিহিন্না লিইয়ু'লামা মা-ইয়ুখ্ফীনা মিন্ যীনাতিহিন্না; অতূবূ ~ ইলা

প্রকাশ না করে। আর যেন এমনভাবে পা না ফেলে যাতে তাদের অলংকার প্রকাশ পায়। হে মু'মিনরা! তোমরা সবাই আল্লাহর

اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (৩২) وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ

ল্লা-হি জ্বামী'আন্ আইয়ুহাল্ মু''মিনূনা লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ৩২। অআন্কিহুল্ আইয়া-মা-মিন্কুম্

সমীপে তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। (৩২) আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিবাহ কার্য সম্পাদন

وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ

অছ্ছোয়া-লিহীনা মিন্ 'ইবা-দিকুম্ অইমা — য়িকুম্; ইঁ ইয়াকূনূ ফুক্বার — য়া ইয়ুগ্নিহিমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ্;

করে দাও তোমাদের সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহে সমর্থ তাদেরকেও, অভাবী হলে আল্লাহ তাদেরকে স্বীয়

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (৩৩) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ

অল্লা-হু ওয়া-সি'উন্ 'আলীম্। ৩৩। অল্ ইয়াস্তা' ফিফিল্লাযীনা লা-ইয়াজ্বিদূনা নিকা-হান্ হাত্তা-ইয়ুগ্নিয়াহুমুল্

করুণায় ধনী করবেন; আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানী। (৩৩) আর যারা বিবাহের অযোগ্য তারা যেন সংযত থাকে আল্লাহর দয়ায়

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ

লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ্; অল্লাযীনা ইয়াব্তাগূনাল্ কিতা-বা মিম্মা-মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ ফাকা-তিবূহুম্

সম্পদশালী না হওয়া পর্যন্ত, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ যদি মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি প্রার্থনা করে, তবে তাদের

اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا

ইন্ 'আলিম্তুম্ ফীহিম্ খইরঁও অ আ-তূহুম্ মিম্মা-লিল্লা-হিল্লাযী ~ আ-তা-কুম্; অলা-তুক্রিহূ

সাথে লিখিত চুক্তি কর যদি তোমরা মঙ্গলকামী হও; তবে আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে তাদেরকে দান কর; দাসীরা যদি তাদের

فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ

ফাতাইয়া-তিকুম্ 'আলাল্ বিগা — য়ি ইন্ আরাদ্না তাহাছ্ছুনাল্লি তাব্তাগূ 'আরাদ্বোয়াল্ হাইয়া-তি দ্দুন্ইয়া-; অ মাঁই

সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, তবে পার্থিব স্বার্থে তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করবে না; আর যে ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করবে

يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيٰتٍ

ইয়ুক্‌রিহ্ হুন্না ফাইন্না ল্লা-হা মিম্ বা'দি ইক্‌র-হিহিন্না গফূরুর্ রহীম্। ৩৪। অলাক্বদ্ আন্‌যাল্‌না ~ ইলাইকুম্ আ-ইয়া-তিম্
জবরদস্তী করে তবে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১) (৩৪) আর আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট (নিদর্শন)

৪ ع ৮ ১০ রুকু

مُبَيِّنٰتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾ اللَّهُ نُورُ

মুবাইয়্যিনা-তিঁও অমাছালাম্ মিনাল্লাযীনা খলাও মিন্ ক্বব্‌লিকুম্ অমাও'ইজোয়াতাল্লিল্ মুত্তাক্বীন্। ৩৫। আল্লা-হু নূরুস্
অবতীর্ণ করেছি; পূর্ববর্তীদের জন্য কিছু দৃষ্টান্ত আর মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। (৩৫) আল্লাহ আকাশ মণ্ডলী ও

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ

সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বি; মাছালু নূরিহী কামিশ্‌কা-তিন্ ফীহা-মিছ্‌বাহ্; আল্ মিছ্‌বা-হু ফী যুজ্বা-জ্বাহ্;
পৃথিবীর নূর, তাঁর নূরের উপমা এমন একটি তাক, যার মধ্যে আছে এমন একটি প্রদীপ, প্রদীপটি কাঁচের ফানুষের মধ্যে রয়েছে,

الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ

আয্‌যুজ্বা-জ্বাতু কাআন্নাহা-কাওকাবুন্ দুর্‌রিইয়ুঁই ইয়ূক্বদু মিন্ শাজারতিম্ মুবা-রকাতিন্ যাইতূনাতিল্লা-শার্‌ক্বিয়্যাতিঁও
যেন কাঁচের ফানুসটি উজ্জ্বল নক্ষত্রসম; আর প্রদীপটি এমন পবিত্র যাইতুন বৃক্ষ দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়, যা না পূর্বমুখী,

وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلٰى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ

অলা-গর্‌বিয়াতিঁ ইয়াকা-দু যাইতুহা-ইয়ুদ্বী — য়ু অলাও লাম্ তাম্‌সাস্‌হু না-র্; নূরুন্ 'আলা নূর্; ইয়াহ্‌দিল্লা-হু
আর না পশ্চিমমুখী। আগুন তা স্পর্শ না করলেও তার তেলই প্রদীপ্ত মনে হয়। নূরের ওপর নূর। আল্লাহ যাকে

لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

লিনূরিহী মাই ইঁয়াশা — য়্; অইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্ আম্‌ছা-লা লিন্না-স্; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্।
ইচ্ছা করেন তাকে নূরের পথ দেখান, আর আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অবগত।

﴿٣٥﴾ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۙ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ

৩৬। ফী বুইয়ূতিন্ আযিনাল্লা-হু আন্ তুরফা'আ অ ইয়ুয্‌কারা ফীহাস্‌মুহূ ইয়ুসাব্বিহু লাহূ ফীহা-বিল্‌গুদুওয়্যি
(৩৬) গৃহসমূহে, যা সমুন্নত করতে ও যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা

وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ ۙ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ

অল্ আ-ছোয়া-ল্। ৩৭। রিজ্বা-লু ল্লা-তুল্‌হীহিম্ তিজ্বা-রতুঁও অলা-বাই'উন্ 'আন্ যিক্‌রিল্লা-হি অইক্বা-মিছ্ ছলা-তি
ঘোষণা করে থাকেন। (৩৭) যাদেরকে ভুলাতে পারে না ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায প্রতিষ্ঠা

وَإِيتَاءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۞

অই-তা — য়িয্ যাকা- তি ইয়াখা ফূনা ইয়াওমান্ তাতাক্বাল্লাবু ফীহিল্ ক্বু-লুবু অল্ আব্‌ছোয়া-র্।
করা ও যাকাত আদায় করা হতে; তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও তাদের দৃষ্টি বিবর্তিত হয়ে পড়বে।

(٣٨) لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ

৩৮। লিইয়াজ্বযিয়াহুমুল্লা-হু আহ্সানা মা-'আমিলূ অ ইয়াযীদাহুম্ মিন্ ফাদ্বলিহ্; অল্লা-হু ইয়ার্যুক্বু

(৩৮) আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন এবং আপন দয়ায় আরও অধিক প্রদান করেন; আর

مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ

মাইঁ ইয়াশা — য়ু বিগাইরি হিসা-ব্। ৩৯। অল্লাযীনা কাফারূ ~ আ'মা-লুহুম্ কাসার-বিম্ বিক্বীআতিঁ ইয়াহ্সাবুহুজ্

আল্লাহ তাঁর ইচ্ছেমত অগণিত দান করেন। (৩৯) আর যারা কুফুরী করে তাদের কর্ম–পিপাসু ব্যক্তি মরুভূমির মরীচিকাকে যেমন

الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ

জোয়াম্‌য়া-নু মা — য়্; হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়াহূ লাম্ ইয়াজিদ্‌হু শাইয়াঁও অঅজ্বাদা ল্লা-হা 'ইন্‌দাহূ ফাওয়াফ্‌ফা-হু হিসা-বাহ্;

পানি মনে করে দৌড়ে যায়, কিন্তু কাছে আসলে কিছুই পায় না; সেখানে সে আল্লাহকে অর্থাৎ মৃত্যুকে পায়, তিনি পূর্ণ হিসাব দেবেন।

وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٤٠) اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ

অল্লাহু সারীউ'ল্ হিসাব্। ৪০। আও কাজুলুমা-তিন্ ফী বাহ্‌রিল্লুজ্জিয়্যিইঁ ইয়াগ্‌শাহু মাওজুম্ মিন্ ফাওক্বিহী মাওজুম্ মিন্

তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০) অথবা গহীন সাগরের অন্ধকার, যাকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ও মেঘমালা আচ্ছন্ন করে;

فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ

ফাওক্বিহী সাহা-ব্; জুলুমা-তুম্ বা'দুহা-ফাওক্ব বা'দ্ব্; ইযা ~ আখ্‌রজ্বা ইয়াদাহূ লাম্

সেখানে একের পর এক অন্ধকারের স্তরসমূহ; এমন কি যখন কেউ নিজের হাত বের করে তখন সে আদৌ দেখতে পায় না

يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ (٤١) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ

ইয়াকাদ্ ইয়ার-হা-; অমাল্ লাম্‌ইয়াজ্ 'আলিল্লা-হু লাহূ নূরান্ ফামা লাহূ মিন্ নূর্। ৪১। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইয়ুসাব্বিহু

নয়, আল্লাহ যাকে হেদায়াতের আলো দেন না, তার কোন আলো নেই। (৪১) আপনি কি দেখেন না যে, আকাশ মন্ডলী

ع ৫ ৬ ১১ রুকু

لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ

লাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্দ্বি অত্ব্ ত্বোয়াইরু ছোয়া — ফ্ ফা-ত্; কুল্লুন্ ক্বাদ্ 'আলিমা ছলা-তাহূ অ

ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই ও উড়ন্ত পাখিকুল প্রত্যেকেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, প্রত্যেকেরই নামায ও তাসবীহ্ বিদ্যা

تَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (٤٢) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى

তাস্‌বীহাহ্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিমা-ইয়াফ্'আলূন্। ৪২। অ লিল্লা-হি মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্দ্বি অ ইলাল্

জানা আছে, আর আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।(৪২) আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর, প্রত্যাবর্তন

اللّٰهِ الْمَصِيْرُ (٤٣) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ

লা-হিল্ মাছীর্। ৪৩। আলাম্ তার আন্নাল্লা-হা ইয়ুয্‌জ্বী সাহা-বান্ ছুম্মা ইয়ুআল্লিফু বাইনাহূ ছুম্মা ইয়াজ্ব্ 'আলুহূ

তো তাঁরই দিকে। (৪৩) আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ মেঘ চালনা করেন, পরে তা একত্র করেন, পরে তা স্তরীভূত

رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا

রুকা-মান্ ফাতারল্ অদ্‌ক্বা ইয়াখ্‌রুজু মিন্ খিলা-লিহী অইয়ুনায্‌যিলু মিনাস্ সামা — য়ি মিন্ জ্বিবা-লিন্ ফীহা-

করেন? আর আপনি কি দেখেন যে, তা থেকে বৃষ্টি নির্গত হয়; আকাশমণ্ডলীর শিলাস্তূপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন।

مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ

মিম্ বারদিন্ ফাইয়ুছীবু বিহী মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াছ্‌রিফুহূ 'আঁম্ মাইঁ ইয়াশা — য়্; ইয়াকা-দু সানা-বার্‌কিহী

আর তা দিয়ে যাকে ইচ্ছে তিনি আঘাত করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছে দূরে সরিয়ে দেন; তার বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টি শক্তি

يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى

ইয়ায্‌হাবু বিল্ আব্‌ছোয়া-র্। ৪৪। ইয়ুক্বল্লিবু ল্লা-হুল্ লাইলা অন্নাহা-র্; ইন্না ফী যা-লিকা লা-'ইব্‌রতাল্লি উলিল্

হরণ করতে চায়। (৪৪) আল্লাহ রাত-দিনের পরিবর্তন ঘটান, নিঃসন্দেহে এতে রয়েছে অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য

الْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَ

আব্‌ছোয়া-র্। ৪৫। অল্লা-হু খলাক্ব কুল্লা-দা — ব্বাতিম্ মিম্ মা — য়িন্ ফামিন্‌হুম্ মাইঁ ইয়াম্‌শী 'আলা ~ বাত্বনিহী অ

শিক্ষা। (৪৫) এবং আল্লাহ পানি হতে সকল জীব সৃষ্টি করেছেন। এদের কিছু পেটের ওপর ভর দিয়ে চলে; আর কিছু

مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا

মিন্‌হুম্ মাইঁ ইয়াম্‌শী 'আলা-রিজ্‌লাইনি অ মিন্‌হুম্ মাইঁ ইয়াম্‌শী 'আলা ~ আর্‌বা'; ইয়াখ্‌লুক্বু ল্লা-হু মা-

দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে চলাচল করে, আর কিছু চলাচল করে চারি পায়ের ওপর ভর দিয়ে, আল্লাহ ইচ্ছেমত সৃষ্টি

يَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٦﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ

ইয়াশা — য়্; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৪৬। লাক্বদ্ আন্‌যাল্‌না ~ আ-ইয়া-তিম্ মুবাইয়্যিনা-ত্; অল্লা-হু

করেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (৪৬) নিশ্চয়ই আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি; যাকে ইচ্ছা আল্লাহ সরল পথে

يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَ

ইয়াহ্‌দী মাইঁ ইয়াশা — য়ু ইলা-ছির-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্। ৪৭। অ ইয়াক্বূলূনা আ-মান্না-বিল্লা-হি অবির্‌রসূলি অ

পরিচালিত করে থাকেন। (৪৭) তারা বলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম, এবং আমরা

اَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۗ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِذَا

আত্বোয়া'না ছুম্মা ইয়াতাওয়াল্লা-ফারীক্বু ম্ মিন্‌হুম্ মিম্ বা'দি যা-লিক্; অমা ~ উলা — য়িকা বিল্ মু''মিনীন্। ৪৮। অ ইযা-

মানলাম, তারপরও তাদের ভিতর থেকে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, মূলতঃ তারা মু'মিন নয়। (৪৮) যখন তাদেরকে আল্লাহ

دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَاِنْ

দু'উ ~ ইলাল্লা-হি অরসূলিহী লিইয়াহ্‌কুমা বাইনাহুম্ ইযা-ফারীক্বু ম্ মিন্‌হুম্ মু'রিদ্বূন্। ৪৯। অ ইঁ

ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) আর

৬ ع ১০ ১২ রুকু • ৩য় চতুর্থাংশ

يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين (50) أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم

ইয়াকু ল্লাহুমুল্ হাক্কু ইয়া'তূ ~ ইলাইহি মুয্'ইনীন্। ৫০। আ ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বুন্ আমির্ তাবূ ~ আম্

যদি ফয়সালা তাদের অনুকূলে হয়, তবে রাসূলের কাছে বিনীতভাবে ছুটে আসে। (৫০) তাদের মনে কি কোন ব্যাধি আছে, না কি

يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ط بل أولئك هم الظلمون *

ইয়াখা-ফূনা আইঁ ইয়াহীফাল্লা-হু 'আলাইহিম্ অ রসূলুহ্; বাল্ উলা — য়িকা হুমুজ্ জোয়া-লিমূন্।

তারা সংশয় পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? বরং তারাই প্রকৃত জালিম।

(51) إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن

৫১। ইন্নামা-কা-না ক্বওলাল্ মু''মিনীনা ইযা-দু'উ ~ ইলাল্লা-হি অরসূলিহী লিইয়াহ্কুমা বাইনাহুম্ আইঁ

(৫১) মু'মিনদের উক্তি হল যখন তাদেরকে ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন

يقولوا سمعنا وأطعنا ط وأولئك هم المفلحون (52) ومن يطع الله ورسوله

ইয়াক্বূ লূ সামি'না- অ'আত্বোয়া'না-; অউলা — য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহূন্। ৫২। অ মাইঁ ইউত্বি'ঈল্লা-হা অ রসূলাহূ

তারা বলে আমরা শ্রবণ করলাম, আর মান্য করলাম। আর এরাই সফলকাম। (৫২) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য

ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون (53) وأقسموا بالله جهد أيمانهم

অ ইয়াখ্শাল্লা-হা অ ইয়াত্তাক্বহি ফাউলা — য়িকা হুমুল্ ফা — য়িযূন্। ৫৩। অ আক্বসামূ বিল্লাহি জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম্

করে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর বিরোধিতা হতে বিরত থাকে, তারাই সফল। (৫৩) এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে

لئن أمرتهم ليخرجن ط قل لا تقسموا ج طاعة معروفة ط إن الله خبير بما

লায়িন্ আমার্তাহুম্ লাইয়াখ্রুজুন্ন্; ক্বুল্ লা-তুক্বসিমূ ত্বোয়া-আ'তুম্ মা'রূফাহ্; ইন্নাল্লা-হা খবীরুম্ বিমা-

বলে, আপনার আদেশে তারা বের হবেই; বলে দিন, শপথ করো না, যখন আনুগত্যই কাম্য; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের

تعملون (54) قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ج فإن تولوا فإنما عليه ما حمل

তা'মালূন্। ৫৪। ক্বুল্ আত্বী 'উল্লা-হা অ আত্বী'উর্ রসূলা ফাইন্ তাওল্লাও ফাইন্নামা- 'আলাইহি মা-হুম্মিলা

কর্ম সম্পর্কে জানেন। (৫৪) আপনি বলুন, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। মুখ ফিরালে তার ওপর

وعليكم ما حملتم ط وإن تطيعوه تهتدوا ط وما على الرسول إلا البلغ المبين *

অ 'আলাইকুম্ মা-হুম্মিল্তুম্; অইন্ তুত্বী'উহু তাহ্তাদূ; অমা-'আলার্ রসূলি ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন্।

তার দায়িত্ব তোমাদের ওপর তোমাদের দায়িত্ব। আনুগত্য করলে সুপথ পাবে; রাসূলের কাজ সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছানো।

(55) وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الأرض

৫৫। অ'আদাল্লা-হু ল্লাযীনা আ-মানূ মিন্কুম্ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাইয়াস্তাখ্লিফান্নাহুম্ ফিল্ আর্দ্বি

(৫৫) আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, যমীনে প্রতিনিধিত্ব তাদেরকে

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ

কামাস্ তাখ্লাফাল্লাযীনা মিন্ ক্ববলিহিম্ অলা ইয়ুমাক্কিনান্না লাহুম্ দীনা হুমু ল্লাযীর্ তাদ্বোয়া-লাহুম্
প্রদান করবেন, যেমন করেছেন পূর্ববর্তীদের, আর তিনি তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেনই যা তাদের জন্য মনোনীত করেছেন,

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ط وَمَنْ

অলাইয়ুবাদ্দি লান্নাহুম্ মিম্ বা'দি খাওফিহিম্ আম্না-; ইয়া'বুদূ নানী লা- ইয়ুশ্রিকূনা বী শাইয়া-; অমান্
এবং তাদের জন্য ভয়ের পরিবর্তে নিরাপত্তার বিধান করবেনই, আমার দাসত্ব করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না;

كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ

কাফারা বা'দা যা-লিকা ফাউলা — য়িকা হুমুল্ ফা-সিকূন্। ৫৬। অআক্বীমুছ্ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা-অ
আর এর পরেও যারা কুফ্রী করবে, তারাই ফাসিক নাফরমান। (৫৬) আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায়

اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى

আত্বী'উর্ রসূলা-লা'আল্লাকুম্ তুর্হামূন্। ৫৭। লা-তাহ্সাবান্নাল্লাযীনা কাফারূ মু'জিযীনা ফিল্
কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (৫৭) কাফেরদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা করোনা যে তারা (সত্যকে)

৭
ع
৭
১৩
রুকু

الْاَرْضِ ج وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ط وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ

আর্দ্বি অমা''ওয়া হুমুন্না-র্; অলাবি'সাল্ মাছীর্। ৫৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লিইয়াস্তা'' যিন্কুমুল্
হারিয়ে দেবে পৃথিবীতে; তাদের স্থান অগ্নি, তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান! (৫৮) হে মু'মিনরা! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী ও

الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ

লাযীনা মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ অল্লাযীনা লাম্ ইয়াব্লুগুল্ হুলুমা মিন্কুম্ ছালা-ছা মার্র-ত্; মিন্ ক্ববলি
অপ্রাপ্তবয়স্করা যেন তোমাদের নিকট আগমন করতে তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে- ফজরের

صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ قف

ছলা-তিল্ ফাজ্রি অ হীনা তাদ্বোয়া'উনা ছিয়া-বাকুম্ মিনাজ্ জোয়াহীরতি অমিম্ বা'দি ছলা-তিল্ ইশা — য়্;
নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর; এ তিন সময় তোমাদের

ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ

ছালা-ছু 'আওরা-তিল্লাকুম্; লাইসা 'আলাইকুম্ অলা-'আলাইহিম্ জুনা হুম্ বা'দা হুন্; ত্বোয়াওয়া- ফূনা 'আলাইকুম্
পর্দার সময়; এ সময় ছাড়া তোমাদের কাছে আসলে তাদের কোন দোষ হবে না; তোমাদেরকে একে অন্যের নিকট তো

শানেনুযূল ঃ আয়াত–৫৫ ঃ গরীব মুহাজিররা যখন কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে নিজেদের জন্মভূমি পবিত্র মক্কা হতে মদীনা শরীফে হিজরত করলেন, তখনও ফ্যাসাদী কাফেররা তাঁদেরকে নিরাপদে থাকতে দিল না। সর্বদা মদীনার আরব গোত্রদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করত এবং সন্ত্রাসমূলক সংবাদের মাধ্যমে তাঁদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখত। মুহাজিররা বহুবার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে সশস্ত্র সজ্জিত হয়েছিলেন। এ ভয়-ত্রাসের সময় একদা তাঁরা বলতে লাগলেন, আমাদের এ দূরবস্থার অবসান কবে হবে এবং কবে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের সুযোগ পাব? তখন, সুসংবাদস্বরূপ সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে এ আয়াত নাযিল হয় এবং বলা হয়, সে সুখ সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তাময় জীবন লাভ তোমদের অত্যাসন্ন আর তখন শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে তোমরাই।

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايت والله عليم حكيم ۝٥٩ و اذا

বা'দ্বুকুম্ 'আলা-বা'দ্ব কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনু ল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-ত্; অল্লা-হু আ'লীমুন্ হাকীম্। ৫৯। অ ইযা-
যাতায়াত করতেই হয়; এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতের বিবরণ দেন; আল্লাহ জ্ঞানী, বিজ্ঞ। (৫৯) আর যখন

بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم

বালাগাল্ আত্ব্ ফা-লু মিন্কুমুল্ হুলুমা ফাল্ইয়াস্তা''যিনূ কামাস্তা''যানাল্লাযীনা মিন্ ক্ববলিহিম্;
তোমাদের সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন তারা যেন তোমাদের অনুমতি চায়, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা অনুমতি চাইত। এভাবেই

كذلك يبين الله لكم ايته والله عليم حكيم ۝٦٠ والقواعد من النساء التي

কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম্ আ-ইয়া-তিহ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ৬০। অল্ ক্বওয়া-'ইদু মিনান্নিসা — য়িল্লা-তী
আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করে থাকেন, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।(৬০) যারা বৃদ্ধানারী, যাদের বিবাহের কোন

لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجت

লা-ইয়ার্ জূ না নিকা-হান্ ফালাইসা 'আলাইহিন্না জুনা-হুন্ আইঁ ইয়াদ্বোয়া'না ছিয়া-বা হুন্না গইর মুতাবাররিজা-তিম্
সাধ নেই, তাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে বহির্বাস খুলে রাখে, আর যদি এ হতেও

بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم ۝٦١ ليس على الاعمى حرج

বিযীনাহ্; অআইঁ ইয়াস্তা''ফিফ্না খইরুল্লাহুন্; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ৬১। লাইসা 'আলাল্ 'আমা-হারাজুঁও
বিরত থাকে, তবে এটা তাদের পক্ষে আরও উত্তম। আল্লাহ সব কিছু শ্রবণ করেন, জানেন। (৬১) আর যারা অন্ধ তাদের জন্য

ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا

অলা- 'আলাল্ আ'রজ্বি হারজুঁও অলা- 'আলাল্ মারীদ্বি হারজুঁও অলা- 'আলা ~ আন্ফুসিকুম্ আন্ তা''কুলূ
কোন দোষ নেই, নেই খোঁড়ার জন্য কোন দোষ, রোগীর জন্যও কোন দোষ নেই এবং নেই তোমাদের নিজেদের জন্য যে, তোমরা

من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهتكم او بيوت اخوانكم او

মিম্ বুইয়ূতিকুম্ আও বুইয়ূতি আ-বা — য়িকুম্ আও বুইয়ূতি উম্মাহা-তিকুম্ আও বুইয়ূতি ইখ্ওয়া-নিকুম্ আও
আহার করবে তোমাদের নিজেদের গৃহে বা তোমাদের পিতার গৃহে বা তোমাদের মায়ের গৃহে বা তোমাদের ভ্রাতার গৃহে,

بيوت اخوتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عمتكم او بيوت اخوالكم او

বুইয়ূতি আখাওয়া-তিকুম্ আও বুইয়ূতি আ'মা-মিকুম্ আও বুইয়ূতি 'আম্মা-তিকুম্ আও বুইয়ূতি আখ্ওয়া-লিকুম্ আও
অথবা তোমাদের বোনের গৃহে বা তোমাদের চাচাদের গৃহে বা তোমাদের ফুফুদের গৃহে বা তোমাদের মাতুলদের গৃহে অথবা

بيوت خلتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان

বুইয়ূতি খ-লা-তিকুম্ আও মা-মালাক্তুম্ মাফা-তিহাহূ ~ আও ছোয়াদ্বীক্বিকুম্; লাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন্ আন্
তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা ওই গৃহে যার চাবির মালিক তোমরা বা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে; তোমরা একত্রে আহার

تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً

তা'কুলূ জ্বামী'আন্ আও আশ্তা-তা-; ফাইযা-দাখল্তুম্ বুইয়ূতান্ ফাসাল্লিমূ 'আলা ~ আন্‌ফুসিকুম্ তাহিয়্যাতাম্

কর কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আহার কর, তোমাদদরে কোন দোষ নেই, যখন ঘরে ঢুকবে তখন তোমরা স্বজনদেরকে দো'য়াস্বরূপ

مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

৮ ع ٤ ১৪ রুকু

মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি মুবা-রাকাতান্ ত্বোয়াইয়্যিবাহ্; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্।

সালাম দিবে যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণকর ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ আয়াতের বর্ণনা দেন, যেন তোমরা বুঝ।

﴿٦١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ

৬২। ইন্নামাল্ মু'মিনুনাল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি অরসূলিহী অইযা-কা-নূ মা'আহূ 'আলা ~ আম্‌রিন্ জ্বা-মি'ইল্

(৬২) নিশ্চয়ই মু'মিন তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, যখন তারা সমষ্টিগত ব্যাপারে তাঁর (রাসূলের)

لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

লাম্ ইয়ায্‌হাবূ হাত্তা-ইয়াস্‌তা''যিনূহ্; ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্‌তা''যিনূনাকা উলা — য়িকাল্ লাযীনা

সাথে থাকে তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া চলে যায় না; আর যারা আপনার নিকট অনুমতি চায়, তারাই আল্লাহ-রাসূলের প্রতি

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ

ইয়ু''মিনূনা বিল্লা-হি অ রসূলিহী ফাইযাস্ তা'যানূকা লিবা'দ্বি শা'নিহিম্ ফা'যা ল্লিমান্ শি'তা

বিশ্বাস রাখে। তারা নিজেদের কাজে যখন বাইরে গমন করতে চাইবে তখন আপনার ইচ্ছামত তাদেরকে অনুমতি প্রদান

مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ

মিন্‌হুম্ অস্‌তাগ্ ফির্‌লাহুমুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা গফূরুর্ রহীম্। ৬৩। লাতাজ্ব্'আলূ দু'আ — য়ার্ রসূলি

করবেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬৩) রাসূলের আহ্বানকে তোমরা পারস্পরিক

بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ

বাইনাকুম্ কাদু'আ — য়ি বা'দ্বিকুম্ বা'দ্বোয়া-; ক্বাদ্ ইয়া'লামুল্লা-হুল্ লাযীনা ইয়াতাসাল্লালূনা মিন্‌কুম্

আহ্বানের ন্যায় গণ্য করো না; আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে জানেন, তোমাদের মধ্যে যারা চুপে চুপে আড়ালে সরে

لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

লিওয়া-যান্ ফাল্‌ইয়াহ্‌যারি ল্লাযীনা ইয়ুখা-লিফূনা 'আন্ আম্‌রিহী ~ আন্ তুছীবাহুম্ ফিত্‌নাতুন্ আও ইয়ুছীবাহুম্

পড়ে; যারা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর অবশ্যই বিপদ আসবে বা কঠিন শাস্তি

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ

'আযা-বুন্ আলীম্। ৬৪। আলা ~ ইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্ব; ক্বাদ্ ইয়া'লামু মা ~ আনতুম্

আসবে। (৬৪) সাবধান! আসমান-যমীনের সকল বস্তু আল্লাহরই; তিনি অবশ্যই জানেন তোমরা যা নিয়ে আছ তা; যেদিন তাঁর

৯ ع ৩ ১৫ রুকু

عليه ط ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا ط والله بكل شيء عليم ۞

'আলাইহ্; অইয়াওমা ইয়ুর্জা'উনা ইলাইহি ফাইয়ুনাব্বিয়ুহুম্ বিমা-'আমিলূ; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্।
কাছে ফিরবে সেদিন তিনি তাদের কৃতকর্ম জানাবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু উত্তমরূপে অবগত আছেন। আল্লাহ সব বিষয় জানেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা ফুরক্বা-ন
মক্কাবতীর্ণ

আয়াত ঃ ৭৭
রুকূ ঃ ৬

① تبرك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا ② الذي

১। তাবা-রকাল্লাযী নায্যালাল্ ফুর্ক্বা-না 'আলা-আব্দিহী লিইয়াকূনা লিল্'আ-লামীনা নাযীর-। ২। নিল্লাযী
(১) মহান তিনি যিনি বান্দার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করলেন, যেন তিনি বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হন। (২) যিনি

له ملك السموت والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বি অলাম্ ইয়াত্তাখিয্ অলাদাঁও অলাম্ ইয়াকুল্লাহূ শারীকুন্ ফিল্ মুল্কি
আকাশ ও পৃথিবীর মালিক, তিনি না সন্তান নিয়েছেন, আর না আধিপত্যে তাঁর কোন শরীক আছে ; প্রতিটি বস্তু তিনিই

وخلق كل شيء فقدره تقديرا ③ واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا

অ খলাক্ব কুল্লা শাইয়িন্ ফাক্বদ্দারহূ তাক্ব্দীর-। ৩। অত্তাখযূ মিন্ দূনিহী ~ আ-লিহাতা ল্লা-ইয়াখ্লুক্বূনা শাইয়াঁও
সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে পরিমিত করলেন।(৩) তাঁকে ছাড়া এমন উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা সৃষ্টি করতে পারে না বরং

وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حيوة

অহুম্ ইয়ুখ্লাক্বূনা অলা-ইয়াম্লিকূনা লিআন্ফুসিহিম্ দ্বোয়ার্রঁও অলা-নাফ্আঁও অলা- ইয়াম্লিকূনা মাওতাঁও অলা-হাইয়া-তাঁও
নিজেরাই সৃষ্ট, এবং তারা নিজেদের কোন ক্ষতি-লাভের ক্ষমতা রাখে না; তারা না মৃত্যু, না জীবন, আর না পুনরুত্থানের উপর

ولا نشورا ④ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترىه واعانه عليه قوم

অলা-নুশূর-।৪। অক্ব-লাল্ লাযীনা কাফারূ ~ ইন্হা-যা ~ ইল্লা ~ ইফ্কুনিফ্ তার-হু অ আ'আ-নাহূ 'আলাইহি ক্বওমুন্
কোন ক্ষমতা রাখে। (৪) কাফেররা বলে, 'এটা তো নিছক মিথ্যা বৈ আর কিছু নয়, এটি তার নিজের বানানো; অন্য লোকেরা

اخرون ج فقد جاءو ظلما وزورا ⑤ وقالوا اساطير الاولين اكتتبها

আ-খারূনা ফাক্বদ্ জা — য়ূ জুল্মাঁও অযূর-। ৫। অ ক্ব-লূ ~ আসা-ত্বীরুল্ আউয়্যালীনাক্ তাতাবাহা-
তাকে সাহায্য করেছে'। এভাবে তারা অনাচার ও মিথ্যা বলে। (৫) আরো বলে, এটা তো 'পূর্বেকার ইতিকথা, যা সে নিজেই

فهي تملى عليه بكرة واصيلا ⑥ قل انزله الذي يعلم السر في السموت

ফাহিয়া তুম্লা-'আলাইহি বুক্রতাঁও অআছীলা-। ৬। ক্বুল্ আন্যালাহু ল্লাযী ইয়া'লামুস্ সির্র ফিস্ সামা-ওয়া-তি
লিখে নিয়েছে, সকাল-সন্ধ্যায় তাকে শুনানো হয়'। (৬) আপনি বলুন, 'তাঁরই অবতারিত, যিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর

মো'আনাকা-১০

وَالْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (৭) وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ

অল্ আর্দ্ব; ইন্নাহূ কা-না গফূরার্ রহীমা-। ৭। অ ক্বা-লূ মা-লি হা-যার্ রসূলি ইয়া''কুলুত্ব

সকল রহস্য অবগত আছেন, নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। (৭) তারা আরো বলে, এ কেমন রাসূল, যে আহার

الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ط لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ٭

ত্বোয়া'আ-মা অইয়াম্শী ফিল্ আস্ওয়া-ক্ব্; লাওলা ~ উন্যিলা ইলাইহি মালাকুন্ ফাইয়াকূনা মা'আহূ নাযীর-।

করে বাজারেও গমন করে; তার কাছে কোন ফেরেশতা নাযিল হল না কেন যে তাঁর সাথে সাথে সতর্ককারীরূপে থাকত?

(৮) اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ط وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ

৮। আও ইয়ুল্ক্বা ~ ইলাইহি কান্যুন্ আও তাকূনু লাহূ জ্বান্নাতুঁই ইয়া''কুলূ মিন্হা-; অক্বা-লাজ্ জোয়া-লিমূনা ইন্

(৮) অথবা তাকে কোন ধন-ভাণ্ডার প্রদান করত, অথবা তার এমন একটি বাগান থাকত যা হতে সে আহার করত? জালিমরা

تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (৯) اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا

তাত্তাবি'উ না ইল্লা-রাজু্লাম্ মাস্হূর-। ৯। উন্জুর্ কাইফা দ্বোয়ারাবূ লাকাল্ আম্ছা-লা ফাদ্বোয়াল্লূ ফালা-

আরো বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকেই মানছ। (৯) দেখুন, তারা আপনার উপমা কি প্রদান করে? তারা ভ্রান্ত,

يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا (১০) تَبٰرَكَ الَّذِىْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ

১ ع ৯ ১৬ রুকু

ইয়াস্তাত্বী'উনা সাবীলা-। ১০। তাবা-রকাল্লাযী ~ ইন্ শা — য়া জ্বা'আলা লাকা খইরম্ মিন্ যা-লিকা জ্বান্না-তিন্

পথ পাবে না। (১০) মহান তিনি, যিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আপনাকে এর চেয়ে উত্তম উদ্যান প্রদান করতে পারেন,

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لا وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا (১১) بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ قف وَ

তাজ্ রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু অইয়াজ্ব 'আল্ লাকা ক্বু ছূরা-। ১১। বাল্ কায্যাবূ বিস্সা 'আতি অ

যার পাশে ঝর্ণা প্রবাহিত; আরও দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। (১১) কিন্তু তারা কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে, আর আমি

اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا (১২) اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا

আ'তাদ্না-লিমান্ কায্যাবা বিস্সা-'আতি সা'ঈর-। ১২। ইযা-রায়াত্হুম্ মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈ দিন্ সামি'উ লাহা-

কিয়ামত অস্বীকারকারীর জন্য অগ্নি শিখা তৈরি রেখেছি। (১২) যখন দূর হতে অগ্নি তাদেরকে দেখবে, তখন তারা তার

تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا (১৩) وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ط ٭

তাগাইয়্যুজোয়াঁও অযাফীর-। ১৩। অইযা ~ উল্ক্বূ মিন্হা- মাকা-নান্ দ্বোয়াইয়্যিক্বাম্ মুক্বাররনীনা দা'আও হুনা-লিকা ছুবূর-।

গর্জন ও চিৎকার শুনবে। (১৩) যখন তারা বন্ধনাবস্থায় সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা সেখানে কেবল ধ্বংস চাইবে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮ ঃ কাফের ও মুশরিকরা বলত, মুহাম্মদ (ছঃ) রাসুল হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না, বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। কমপক্ষে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে এত ধন-ভাণ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁর জীবিকার কোন চিন্তা করতে হত না। হাটে-বাজারে চলাফেরা করতে হত না। তাছাড়া তিনি যে, আল্লাহর রাসূল এ কথা আমরা কি ভাবে মানতে পারি? প্রথমত ঃ তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়তঃ কোন ফেরেশতা তাঁর সাথে থাকেও না যে, তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করবে। সম্ভবত তিনি যাদুগ্রস্ত। ফলে তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছে এবং আগা-গোড়াই বল্গাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াত তাদের উপরোক্ত উদ্ভট বক্তব্যের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

⑭ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ⑮ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ

১৪। লা-তাদ্'উল্ ইয়াওমা ছুবূরাঁও ওয়া-হিদাঁও অদ্'উ ছুবূরান্ কাছীর-। ১৫। ক্বুল্ আযা-লিকা খইরুন্ আম্
(১৪) আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা করো না, বরং বহু মৃত্যু কামনা কর। (১৫) আপনি তাদের বলুন, তোমাদের জন্য এটাই

جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ⑯ لَهُمْ فِيهَا مَا

জান্নাতুল্ খুল্ দিল্লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাক্বূন্; কা-নাত্ লাহুম্ জ্বাযা — য়াঁও অমাছীর-। ১৬। লাহুম্ ফীহা-মা-
ভাল, না স্থায়ী জান্নাত, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রতিশ্রুত? এটাই তাদের প্রতিদান ও আবাস। (১৬) যা চাইবে সেখানে তা-ই

يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ⑰ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ

ইয়াশা — য়ূনা খ-লিদীন্; কা-না 'আলা-রব্বিকা অ'দাম্ মাস্য়ূলা-। ১৭। অ ইয়াওমা ইয়াহ্শুরুহুম্ অমা-ইয়া'বুদূনা
স্থায়ীভাবে পাবে এটাই ছিল আপনার রবের প্রতিশ্রুতি, যা পূরণের জিম্মাদারী তাঁর। (১৭) ঐ দিন তিনি তাদেরকে ও আল্লাহ

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ⑱ قَالُوا

মিন্ দূ নিল্লা-হি ফাইয়াক্বূলূ আআন্তুম্ আদ্বলাল্তুম্ 'ইবা-দী হা ~ উলা — য়ি আম্হুম্ দ্বোয়াল্লু স্ সাবীল্। ১৮। ক্বা-লূ
ছাড়া উপাস্যদেরকে একত্র করে বলবেন, তোমরাই কি এ বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারাই ভ্রান্ত? (১৮) তারা বলবে,

سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنْ

সুব্হা-নাকা মা-কা-না ইয়াম্বাগী লানা ~ আন্ নাত্তাখিযা মিন্ দূনিকা মিন্ আউলিয়া — য়া অলা-কিম্
পবিত্র তুমি! আমরা কি তোমাকে ছাড়া অন্য কোন বন্ধু নিতে পারি? তুমিই তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে

مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ⑲ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا

মাত্তা'তাহুম্ অআ-বা — য়াহুম্ হাত্তা-নাছুয্ যিক্র অকা-নূ কাওমাম্ বূর-। ১৯। ফাক্বদ্ কায্যাবূকুম্ বিমা-
ভোগ-সম্ভার প্রদান করলে, ফলে তারাই তোমার স্মরণই ভুলে গেল; যাতে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে। (১৯) তারা তোমাদের

تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ☆

তাক্বূলূনা ফামা-তাস্তাত্বী 'ঊনা ছোয়ারফাঁও অলা-নাছ্রন্, অমাইঁ ইয়াজ্লিম্ মিন্কুম্ নুযিক্বহু 'আয্-বান্ কাবীর-।
সকল কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; ফলে তোমরা না ঠেকাতে পার, আর না সাহায্য পাবে। অত্যাচারীকে বড় আযাব ভোগাব।

⑳ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي

২০। অমা ~ আর্সাল্না- ক্বব্লাকা মিনাল্ মুর্সালীনা ইল্লা ~ ইন্নাহুম্ লাইয়া''কুলূনা ত্বোয়া'আ মা-অ ইয়াম্শূনা ফিল্
(২০) এবং ইতোপূর্বে যত রাসূল পাঠিয়েছি, তারা সবাই অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করত, বাজারেও যেত। আর তোমাদের

২ ع ১১ ১৭ রুকু

الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ☆

আস্ওয়াক্বি অজ্বা'আল্না-বা'দ্বোয়াকুম্ লিবা'দ্বিন্ ফিত্নাহ্; আতাছ্বিরূনা অকা-না রব্বুকা বাছীরা-।
একেকে আমি অন্যের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ সৃষ্টি করেছি। তোমরা ধৈর্য ধরবে কি? আর তোমার রব সব কিছু অবলোকন করেন।